পাক্ষিক

আহমদী

সম্পাদক : এ. এইচ. এম. আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৭ বর্ষ ॥ ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা

১৫ই আষাঢ় ১৩৯০ বাংলা ॥ ৩০শে জুন ১৯৮৩ ইং ॥ ১৮ই রমজান ১৪০৩ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ২০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ৩০শে জুন ১৯৮৩ | ৩৭শ বর্ষ ৪র্থ ৫ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা আল-আনআম (৭ম পারা, ১২শ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'ঋণ সম্বন্ধে সতর্কবাণী'	অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ	৩
* অমৃত বাণী :	হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্মুদ	৪
* হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর জীবনী :	অনুবাদ : অধ্যাপক আবদুল লতিফ	৫
* ঈদুল ফেত্‌রের খুৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্তারম মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব	৬
* জুম্‌য়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আমহদ সাদেক মাহ্মুদ	১৮
* পবিত্র কুরআন ও বিজ্ঞান :	অনুবাদ : মোঃ খলিলুর রহমান	৩০
* বিবাহ মোবারক (কবিতা) :	—চৌধুরী আবদুল মতিন	৩৬
* তালিমুল কোরআন ত্রৈমাসিক নেসাব :	মাজাহারুল হক সেঃ তা'লীম বাঃ আঃ আঃ	৩৮

'ঈদ মোবারক'

পাক্ষিক 'আহ্‌মদী'-এর সকল পাঠক-পাঠিকার খেদমতে ঈদুল-ফিৎর উপলক্ষে আমরা আন্তরিক "ঈদ-মোবারক" পেশ করিতেছি।

উল্লেখ্য, ঈদের ছুটিতে প্রেস বন্ধ থাকার জন্য এবার পাক্ষিক আহমদীর দুই সংখ্যা একত্রে প্রকাশ করা হইল। পাক্ষিকের পরবর্তী ৬ষ্ঠ সংখ্যা ৩১শে জুলাই তারিখে প্রকাশিত হইবে ইনশাআল্লাহ্‌।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৭ বর্ষ : ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা

৩০শে জুন ১৯৮৩ইং : ১৫ই আষাঢ় ১৩৯০ বাংলা : ৩০শে এহ্‌ছান ১৩৬২ হিঃ শামসী

সুরা আল-আনআম

[ইহা মক্কী সুরা, বিসমিল্লাহ্ সহ ইহার ১৬৬ আয়াত ও ২০ রুকু আছে]

সপ্তম পারা **১২শ রুকু**

৯৬। নিশ্চয় আল্লাহ্ শস্যবীজ ও আঁটি সমূহের অঙ্কুর উদ্ভেদকারী, তিনি মৃত হইতে জীবিতকে বাহির করেন। এবং জীবিত হইতে তিনি মৃতের বহিষ্কারক, এই হইল তোমাদের আল্লাহ্ সুতরাং (বল) তোমরা কোথায় হইতে প্রত্যাবর্তিত হইতেছ ?

৯৭। তিনি উষার উন্মেষ করেন, এবং রাত্রিকে আরামের জন্য এবং চন্দ্র ও সূর্যকে (সময়) গণনার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা মহাপরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহর বিধি।

৯৮। এবং তিনিই তোমাদের জন্য তারকারাজি সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন উহাদের দ্বারা তোমরা স্থল ও জলের অন্ধকার রাশির মধ্যে পথ ঠিক করিতে পার, আমরা জ্ঞানী জাতির জন্য নিদর্শনাবলী স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিলাম।

৯৯। এবং তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদিগকে এক আত্মা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর (তোমাদের জন্য) এক অস্থায়ী বাসস্থান ও এক স্থায়ী বাসস্থান আছে ; আমরা সমঝদার জাতির জন্য নির্দশনাবলী স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিলাম।

১০০। এবং তিনিই সেই সত্তা, যিনি মেঘ হইতে পানি বর্ষণ করেন ; এবং (দেখ কিরূপে,) আমরা ইহার দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উদগত করি এবং উহাদিগ হইতে সবুজ তরুলতা বাহির করি, যাহা হইতে স্তরে স্তরে সাজানো শস্য দানা উৎপন্ন করি, এবং খেজুর বৃক্ষ হইতে অর্থাৎ উহার মোছ হইতে গুচ্ছসমূহ (বাহির হয়) যাহা ভারে ঝুঁকিয়া পড়ে, এবং আঙ্গুর জয়তুন ও আনারের বাগান সমূহ সৃষ্টি করি যাহাদের মধ্যে কিয়দংশ পরস্পর সাদৃশ, এবং কিয়দংশ অসদৃশ, তোমরা যখন উহাতে ফল ধরে তখন উহার ফল এবং উহার পাকার (ধারার) দিকে লক্ষ কর, নিশ্চয় ইহাদের মধ্যে ঈমানদারদের জন্য নিদর্শনাবলী আছে।

১০১। এবং তাহারা জিনদের মধ্য হইতে আল্লাহ্‌র শরীক দাঁড় করিয়াছে, অথচ তিনি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহারা অজ্ঞতা বশতঃ তাঁহার জন্য মিথ্যা পুত্র কন্যা ধার্য করিয়াছে, তাহারা যাহা বর্ণনা করে উহা হইতে তিনি পবিত্র এবং বহু উর্দ্ধে।

১৩শ রুকু

১০২। (তিনি) বিনা নমুনা ও উপাদান আসমান সমূহ ও যমীনের সৃজনকারী তাঁহার পুত্র কিরূপে হইতে পারে; যেহেতু তাহার কোন সহগামিনী ছিল না এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি প্রত্যেক বিষয় ভালরূপে জানেন।

১০৩। ইনিই তোমাদের আল্লাহ; তোমাদের রব্ব্, তিনি ব্যতিরেকে কোন মা'বুদ নাই. তিনি প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা, সুতরাং তোমরা তাঁহার ইবাদত কর, তিনিই প্রত্যেক বিষয়ের উপর নিগরান।

১০৪। দৃষ্টিসমূহ তাহার নিকট পৌছিতে পারে না, কিন্তু তিনি দৃষ্টিসমূহে পৌছেন এবং তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এবং সকল বিষয়ে ওয়াকেফহাল।

১০৫। তোমাদের নিকট তোমাদের রব্বের পক্ষ হইতে দলীল সমূহ আসিয়াছে অতএব যে ব্যক্তি (উহাদিগকে) অনুধাবন করিবে, ইহা তাহার জন্য কল্যাণকর হইবে। এবং যে ব্যক্তি (উহাদের সম্বন্ধে) অন্ধ থাকিবে, ইহা তাহার জন্য অনিষ্টকর হইবে এবং আমি তোমাদের উপর মোহাফিয নহি।

১০৬। এবং এইরূপে আমরা নিবর্শনাবলী বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করি (যেন সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়) এবং যেন তাহারা বলে যে, তুমি পড়িয়া শুনাইয়া দিয়াছ (এবং প্রমান চুড়ান্ত করিয়া দিয়াছ) এবং যাহাতে আমরা ইহা জ্ঞানী জাতিকে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়া দিই।

১০৭। যাহা (কিছু) তোমার রব্বের পক্ষ হইতে তোমার প্রতি ওহী করা হইতেছে, তুমি তাহার অনুসরণ কর, তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই এবং তুমি মুশরেকগণ হইতে মুখ ফিরাইয়া লও।

১০৮। এবং যদি আল্লাহ চাহিতেন, তাহা হইলে তাহারা শিরক করিত না, আমরা তোমাকে এবং তাহাদের উপর মুহাফিয করি নাই, এবং তুমি তাহাদের উপর নিগরাও নহ।

১০৯। এবং তোমরা তাহাদিগকে গালি দিও না যাহাদিগকে তাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া (দোয়ায়) ডাকে, নতুবা তাহারা অজ্ঞতা বশতঃ বিদ্বেষী হইয়া আল্লাহ্কে গালি দিবে এইরূপে আমরা প্রত্যেক জাতিকে তাহাদের আমল মনোরম করিয়া দেখাইয়াছি, অতঃপর তাহাদিগকে তাহাদের রব্বের নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে, অনন্তর তিনি তাহাদিগকে তাহারা যাহা করিত তাহার সংবাদ দিবেন।

১১০। এবং তাহারা আল্লাহর (নামে) পাকা কসম খাইয়াছে যে যদি তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে, তবে নিশ্চয় তাহারা উহার উপর ঈমান আনিবে তুমি (মোমেনদিগকে) বল, নিদর্শনাবলী আল্লাহ্র এখতিয়ারে, আছে এবং তোমাদিগকে কিসে প্রত্যয় দিবে যে, উহা (অর্থাৎ নিদর্শনাবলী) যখন আসিবে তখনও তাহারা উহার উপর ঈমান আনিবে না।

১১১। এবং আমরা তাহাদের অন্তর ও চক্ষুকে বিভ্রান্ত করিয়া দিব। যেহেতু তাহারা প্রথমবার ইহার (অর্থাৎ ওহীর) উপর ঈমান আনে নাই এবং আমরা তাহাদিগকে তাহাদের অবাধ্যতায় দিশাহারা হইয়া ঘুরিতে ছাড়িয়া দিব।

(তফসীরে সগীর হইতে পবিত্র কোরআনের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ)

হাদিস শরীফ

ঋণ সম্বন্ধে সতর্ক বাণী

১। আবদুল্লাহ্ বিন আম্‌র (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌র রসুল বলিয়াছেন : শহীদের সকল পাপ ক্ষমা করা হইবে ঋণ ব্যতিরেকে।

২। আবু হোরেরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌র রসুলের সমক্ষে কোন ঋণ গ্রস্থ ব্যক্তির লাশ আনিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, "সে কি ঋণ শোধের কোন উপায় রাখিয়া গিয়াছে ? যদি তাঁহাকে জানানো হইত যে, সে ঋণশোধের উপায় রাখিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে তিনি তাহার জানাযা পড়িতেন, অন্যথায় তিনি মুসলমানগণকে বলিতেন, তোমাদের সঙ্গীর জানাযা পড় গিয়া। যখন আল্লাহ্ তাঁহাকে বিজয় দিলেন, তিনি দাঁড়াইয়া বলিলেন, আমি মুসলমানদের ভালবাসার পাত্র তাহাদের নিজেদের চেয়ে। অতএব কোন মোমেন ঋণ রাখিয়া মারা গেলে, তাহার ঋণ শোধের দায়িত্ব আমার উপর এবং যে (ঋণহীন) সম্পত্তি রাখিয়া মারা যায়, উহা তাহার ওয়ারীশগণের জন্য। (বুখারী ও মুসলিম)

৩। আবু হোরেরা (রাঃ) হবতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌র রসুল বলিয়াছেন : মোমেনের আত্মা ঋণের সহিত ঝুলান থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না উহা পরিশোধ করা হয়। (তিরমিযি; ইবনে মাজা)

৪। আবু মুসা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌র রসুল বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌র দ্বারা নিষিদ্ধ কবীরা গুনাহ্‌র পর আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা যে বড় গুনাহ্ লইয়া মানুষ তাঁহার সমক্ষে হাজির হইবে উহা হইল মৃত্যুকালীন ঋণ, যাহা শোধ করার ব্যবস্থা সে রাখিয়া যায় নাই।) আহমদ, আবু দাউদ)

৫। জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন : আল্লাহ্‌র রসুলের নিকট আমার (দেওয়া) এক ঋণ পাওনা ছিল। তিনি উহা পরিশোধ করিলেন এবং কিছু বেশী দিলেন। (আবু দাউদ)

৬। আবদুল্লাহ্ বিন আবু রাবীয়া) রাঃ) বলিয়াছেন : নবী (সাঃ)-আমার নিকট ৪০,০০০ দেরহাম ঋণ করিলেন। যখন তাঁহার অর্থ সমাগম হইল, তাহা তিনি আমার নিকট পরিশোধ করিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা তোমার ধন ও জনের বরকত দিন। নিশ্চয় ঋণ দানের পুরস্কার প্রশংসা ও পরিশোধ। (নেসাঈ) (ক্রমশঃ)

অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

আমাদের পক্ষসমর্থনে ও পৃষ্ঠপোষকতায় আসমানে এক বিশেষ প্রস্তুতি চলিতেছে।

যে কার্য তোমরা সমাধা করিতে চাহ উহা এখন খোদাতায়ালা নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন।

"আমি অত্যন্ত তাকিদের সহিত আমার জামাতকে—তাহারা যেখানেই বাস করুক না কেন—কোন প্রকারের মোকাবিলা ও বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হইতে নিষেধ করি। যদি কাহারও ঘটনাক্রমে কোন রূঢ় ও অশালীন কথা শুনিতে হয়, তাহা হইলে উহা উপেক্ষা করিবে। আমি সুনিশ্চিত প্রত্যয় ও সাচ্চা ঈমানের সহিত বলিতেছি যে, আসমানে তামাদের পক্ষসমর্থনে ও পৃষ্ঠপোষকতায় বিশেষ প্রস্তুতি চলিতে প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমাদের পক্ষ হইতে সকল দিক দিয়া সকলের উপর 'হুজ্জত' (অর্থাৎ যুক্তিপ্রমাণ যোগে বুঝাইয়া দেওয়ার কার্য) পূর্ণরূপে সমাধা করা হইয়াছে। সেজন্য এখন খোদাতায়ালা নিজ পক্ষ লইতে উক্ত কার্যক্রম সমাধানের সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন, যাহা তিনি তাঁহার চিরাচরিত সুন্নত (নিয়ম) অনুযায়ী করিয়া থাকেন। আমার ভয় হয়, যদি আমাদের জামাতের লোক কর্কষ ভাষা প্রয়োগ এবং অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হইতে বিরত না হন তাহা হইলে এমন না হয় যে আসমানী কার্যক্রমে কোন বিলম্ব বা বাধার সৃষ্টি হইয়া পড়ে। কেননা আল্লাহতায়ালার চিরাচরিত নিয়ম এই যে, সদা তাঁহার অসন্তোষ ঐ সকল লোকের উপরই প্রতিফলিত হয় যাহাদের প্রতি তাঁহার ফজল ও অনুগ্রহ বিপুল পরিমাণে হইয়া থাকে এবং যাহাদিগকে তিনি তাঁহার নির্দশনাবলী দেখাইয়া থাকেন। পক্ষান্তরে ঐ সকল লোক, যাহাদের বিরুদ্ধে তাঁহার শেষ ও চূড়ান্ত ফয়সালা নিরূপীত হইয়া থাকে—তাহাদের প্রতি তিনি কখনও তাঁহার অসন্তোষ প্রদর্শন বা তাহাদিগকে সম্বোধন বা তিরস্কার করিতে আদৌ মনোযোগী হন না।.....অসম্ভব কিছুই নয় যে আমাদের জামাতের কোন কোন ব্যক্তি বহু ধরণের অজস্র গালি-গালাজ, মিথ্যা অপবাদ ও দোষারোপ এবং অশ্লিল কথা-বার্তা খোদাতায়ালার সত্য সেলসেলার বিরুদ্ধে শ্রবণ করিয়া উদ্বেগ-উত্তেজনা ও অধৈর্যের শিকার হইয়া পড়েন, কিন্তু হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সহিত খোদাতায়ালার যে নিয়ম অনুসৃত হইয়াছিল তাহা সদা তাহাদের মনে রাখা উচিত। সেজন্য আমি পুনরায় এবং বারংবার বিশেষ তাকিদের সহিত নির্দেশ দান করিতেছি যে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও ঝগড়া-বিবাদে উদ্যত লোক-সমাগম আন্দোলন ও উপলক্ষগুলি হইতে পাশ কাটাইয়া চলিবে। এজন্য যে, তোমরা যে কার্য সমাধা করিতে চাহ অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীদের উপর হুজ্জত পূর্ণ করা—তাহা এখন খোদাতায়ালা নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন।

(মলফুজাত ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৮২-২৮৩)

অনুবাদ : মৌঃ **আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ**

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—২২)

—হযরত মির্যা বশিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ
খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

মক্কাবাসীগণ কর্তৃক মুসলমানদের উৎপীড়ন ও উৎখাতের পুণঃ প্রচেষ্টা

দুই তিন মাস পর মক্কাবাসীগণের পেরেশানী দূর হইল এবং তাহারা নূতন উদ্যমে মুসলমানদের উপর অত্যাচার করিবার চিন্তা-ভাবনা করিতে লাগিল। তাহারা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করিয়া ইহা উপলব্ধি করিল যে, মক্কা ও ইহার পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহের মুসলমানদের উপর অত্যাচার করিলেই তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, বরং মদীনা হইতে হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-কে বহিঃস্কৃত করিতে সক্ষম হইলেই তাহারা ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করিতে পারিবে। এই কথা চিন্তা করিয়া মক্কাবাসীগণ আবদুল্লাহ-ইবনে-সালুলের নিকট একটি পত্র লিখে। মহানবী (সাঃ)-এর আগমনের পূর্বে মদীনা-বাসীগণ তাহাকে তাহাদের বাদশাহ্ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পত্রের মাধ্যমে মক্কাবাসীগণ তাহাকে জানাইল যে, মহানবী (সাঃ)-এর মদীনায় গমন করায় তাহারা খুবই মর্মাহত, এবং তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গীগণকে আশ্রয় দান করা মদীনাবাসীগণের উচিত হয় নাই। পরিশেষে তাহারা বলে :

"এখন যেহেতু আপনারা আমাদের লোক (অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ সাঃ)-কে আপনা-দের শহরে আশ্রয় দিয়াছেন, আমরা খোদাতায়ালার নামে শপথ করিয়া এই ঘোষণা করিতেছি যে, যদি আপনারা তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ করেন অথবা যদি আপনারা তাঁহাকে আপনাদের শহর হইতে বিতাড়িত না করেন, তাহা হইলে আমরা সম্মিলিত ভাবে মদীনার উপর আক্রমন করিব এবং মদীনার সমস্ত যুদ্ধ করিতে সক্ষম ব্যক্তিগণকে হত্যা করিব এবং স্ত্রীলোকদিগকে ক্রীতদাসে পরিণত করিব।" এই পত্র পাইয়া আবদুল্লাহ-ইবনে-সালুলের মতিগতি পরিবর্তিত হইল এবং সে অন্যান্য মোনাফেকগণের সহিত পরামর্শ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে, যদি তাহারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে মক্কায় বাস করিতে দেয় তাহা হইলে তাহাদের উপর বিপদ ঘনাইয়া আসিবে। সুতরাং তাহাদের

উচিত মহানবী (সাঃ)-এর সহিত যুদ্ধ করা এবং মক্কাবাসীগণকে সন্তুষ্ট রাখা। এই কথা হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর কর্ণগোচর হইল এবং তিনি আবদুল্লাহ-ইবনে-সালুলের নিকট গেলেন এবং তাহাকে বুঝাইলেন যে, এই পদক্ষেপ তাহাদের নিজেদের জন্য মারাত্মক হইবে। কারণ মদীনার অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে এবং তাঁহারা ইসলামের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। যদি তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তাহা হইলে মদীনার মুসলমানগণ নিশ্চয়ই মোহাজেরদের পক্ষে যুদ্ধ করিবে এবং এই যুদ্ধের ফলে তাহারা নিজেদের ধ্বংসই ডাকিয়া আনিবে। ইহাতে আবদুল্লাহ্-ইবনে-সালুল নিজের ভুল বুঝিতে পারিল এবং তাহার সংকল্প পরিত্যাগ করিল।

আনসার ও মোহাজেরগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন

এই সময় হযরত রসুলে করিম (সাঃ) ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি সকল মুসলমানদিগকে একত্রিত করিলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, প্রত্যেক আনসার যেন একজন করিয়া মোহাজেরের সহিত আপোষে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেন। আনসারগণ এই প্রস্তাব সাদরে গ্রহন করেন এবং প্রত্যেক আনসার তাঁহার মোহাজের ভাইকে তাঁহার গৃহে লইয়া যান এবং তাঁহার সম্পদ আধাআধি বন্টন করিয়া লইবার জন্য মোহাজের ভাইয়ের সম্মুখে পেশ করেন। একজন আনসার তো তাঁহার মোহাজের ভাইয়ের নিকট এই বলিয়া পীড়া-পীড়ি করিতে লাগিলেন যে, তিনি তাঁহার দুই স্ত্রীর একজনকে তালাক দিবেন যাহাতে তাঁহার মোহাজের ভাই তাহাকে বিবাহ করিতে পারেন। মোহাজেরগণ আনসারগণের আন্তরিকতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু তাঁহারা সম্পদের অংশ লইতে অস্বীকার করিলেন। আনসারগণ তবুও এ ব্যাপারে জেদাজেদি করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারা হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-এর নিকট নিবেদন করিলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসুল, যখন মোহাজেরগণ আমাদের ভাই হইয়া গিয়াছেন, তখন কি ভাবে ইহা সম্ভব যে, তাঁহারা আমাদের সম্পদের অংশ গ্রহণ করিবেন না? তাঁহারা ব্যবসায়ী ও তাঁহাদের কৃষিকর্মের অভিজ্ঞতা নাই—এই বলিয়া যদি তাঁহারা আমাদের সম্পদের অংশ গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে জমি হইতে উৎপন্ন ফসলের অংশ অবশ্য গ্রহণ করিতে হইবে।"

এতদ স্বত্বেও মোহাজেরগণ আনসারগণের সম্পদের অংশ লইতে পছন্দ করিলেন না এবং তাঁহারা তাঁহাদের পৈত্রিক পেশা ব্যবসায়ে রত হইলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে কতক ব্যক্তি প্রচুর সম্পদের মালিক হইয়া গেলেন। কিন্তু আনসারগণ তাঁহাদের সম্পদ বন্টন করিতে এতই আগ্রহান্বিত ছিলেন যে, কোন কোন আনসারীর মৃত্যু হইলে তাঁহাদের সন্তানগণ আরবের রীতিনীতি অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির সম্পদ হইতে মোহাজের ভাইকেও অংশ দিতেন। এই নিয়ম কয়েক বৎসর পর্যন্ত কার্যকরী ছিল। অবশেষে এই প্রথা রহিত করিবার জন্য ওহি নাজেল হয়।

(ক্রমশঃ)

অনুবাদঃ **অধ্যাপক আবদুল লতিফ খান**

ঈদুল ফেত্‌রের খুৎবা

হযরত খলিফাতুল মসীহ সানি (রাঃ)

(কাদিয়ান, ২৯শে মে ১৯২২ সালে প্রদত্ত)

ঈদ খুশীর দিন, কিন্তু তাহাদের জন্য, যাহারা খোদাতা'লার আদেশ পুরাপুরি ভাবে পালন করিয়াছে। তোমরা খোদা এবং রসুলের পয়গামকে দেওয়ানার ন্যায় ছড়াইতে থাক, যেন পৃথিবী সত্যকার ঈদ লাভে সমর্থ হয়।

রমজানের মধ্যে তোমরা যে সকল পুণ্য অনুশীলন আরম্ভ করিয়াছ উহা জারি রাখ এবং খোদাতা'লার জন্য কষ্ট ভোগ করিতে কখনও কাতর হইও না।

সুরা ফাতেহা পাঠ করার পর হুজুর বলেনঃ আমি পূর্বেও বিভিন্ন সময় এই বিষয়ের দিকে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি যে, ঈদের মধ্যে সবক (শিক্ষণীয় বিষয়) রহিয়াছে। সেই ব্যক্তি কোন কর্মের নহে, যে শিক্ষার বিষয়ের মধ্য দিয়া পার হইয়া শিক্ষা গ্রহণ করে না। যে ব্যক্তি আনন্দের ঘটনা হইতে শিক্ষা লাভ না করে, আল্লাহতা'লা তাহাকে কষ্টের মধ্য দিয়া শিক্ষা দেন। মোমেন ছোট ছোট বিষয়বস্তু হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে। ঈদের মধ্যে অনেকগুলি শিক্ষার বস্তু রহিয়াছে। উপস্থিত ক্ষেত্রে আমি উহাদের মধ্যে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করিব। তোমরা যদি উহার দ্বারা লাভবান হইতে পার তাহা হইলে এরূপ বিরাট পরিবর্তন দেখা দিবে যে তোমাদের সত্যিকার ঈদ সমুপস্থিত হইবে।

আমি বারবার জানাইয়াছি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না মনের আনন্দ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ঈদ হয় না। চিন্তা করিয়া দেখ যে গৃহে দুঃখের মাতম বহিয়া যাইতেছে, সেখানে কি কেহ ঈদ মানাইতে পারে? যে ঘরে লাশ পড়িয়া রহিয়াছে সে ঘরে ঈদ নাই। দুনিয়ার আনন্দ তাহার জন্য আনন্দ নহে। যে স্ত্রীলোক নিজের চক্ষের সম্মুখে স্বীয় স্বামীর লাশ দেখিতেছে তাহার সম্মুখে যদি পৃথিবীর সকল বাদশা মিলিত হইয়া আনন্দ উৎসব করিতে থাকে এবং তাহারা আনন্দের উচ্চ ধ্বনি দ্বারা আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তুলে তথাপি সেই স্ত্রীলোকের করুণ বিলাপ ধ্বনিকে তাহারা চাপা দিয়া রাখিতে পারিবে না। কারণ তাহার অন্তরে দুঃখ বিরাজমান। অনুরূপ ভাবে যে শিশুর যত্ন লইবার কেহ নাই সে যখন পিতার লাশ সম্মুখে দেখে তখন দুনিয়ার কোন আনন্দই তাহাকে আনন্দ দিতে পারে না। সুতরাং যাহার অন্তরে জখম, তাহার নিকট কোন আনন্দই আনন্দ নহে। কোন রাজাধিরাজ, যিনি সহস্র সহস্র পরিষদ দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং

সকল সুখ-সাচ্ছন্দের সামগ্রী যাহার করায়ত্ত, তাহার মাথার উপর যখন এক মহা বিপদ ভাঙ্গিয়া পড়ে তখন সমাগত বিপদের বিভীষিকায় তাহার সমস্ত আনন্দ কষ্টে পরিবর্তিত হইয়া যায়। সেই বিপদ বর্তমান থাকাকালে কোন বস্তুই তাহাকে আনন্দ দিতে পারে না।

মনের খুশীর নাম ঈদ

যাহার মনে আনন্দ নাই তাহার জন্য ঈদ নাই। আপনারা আজ সকলেই আনন্দিত এবং প্রত্যেকেই বলিতেছেন যে, আজ ঈদ। আমি এখন আপনাদের প্রশ্ন করি যে, গত কাল এবং আজিকার দিনের মধ্যে কি কোন পার্থক্য রহিয়াছে? যেমন দিন কাল ছিল, তেমনি দিন আজও। উভয় দিনের একই অবস্থা। তবে কি আনন্দ এই জন্য যে, অনেকে উত্তম পোষাক পরিয়াছে অথবা উত্তম খাবার প্রস্তুত করিয়াছে? যদি ইহাই হইয়া থাকে তাহা হইলে গতকাল কি নূতন কাপড় পরিতে পারা যাইত না, অথবা ভাল খাবার প্রস্তুত করা ও খাওয়া যাইতে পারিত না? তবে কিসের আনন্দ? ইহা কি এই জন্য যে সকলে একত্রে সমবেত হইয়াছে? কাল কি সকলে একত্রিত হইতে পারিত না? তোমরা কি জান আজ তোমাদের আনন্দের কারণ কি? ইহার কারণ এই যে খোদার তরফ হইতে তোমাদের উপর এক কর্তব্যভার ন্যাস্ত করা হইয়াছিল উহা তোমরা পূরণ করিয়াছ। এই জন্যই তোমরা আনন্দিত। ইহা এমন একটি বিষয় যে, ইহার জন্য তোমরা যে পরিমাণ আনন্দ কর, তাহা তোমাদের জন্য জায়েয। সুতরাং ঈদ আনন্দ, কিন্তু সেই ব্যক্তির জন্য যে খোদার হুকুম পালন করিয়াছে। তোমাদের উপর রমজানের রোজা রাখার আদেশ ছিল, এক বিশেষ সময় হইতে আর এক বিশেষ সময় পর্যন্ত খাওয়া নিষেধ ছিল, অনুমতি দেওয়া সময় ছাড়া অপর সময়ে তোমাদের জন্য স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ ছিল, আল্লাহ্-তা'লা চাহিয়াছিলেন যে, তোমরা তাঁহার নিকট দোয়া কর এবং যথাসম্ভব বেশী এবাদত কর। বিশেষ কারণ ব্যতীত যে ব্যক্তি এই সকল হুকুম পালন করে নাই, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পান-আহার বন্ধ করে নাই, খোদাতা'লার নিকট দোয়া করে নাই, আল্লাহ্‌র এবাদতে সময় দেয় নাই সে কিভাবে আনন্দিত হইতে পারে? তাহার খুশীর কি কারণ হইতে পারে? যে অকারণে আনন্দ করে সে পাগল। এখানে আমাদের খামার বাড়িতে একটি স্ত্রীলোক ছিল। আমি যখন হযরত খলিফা আউওয়াল (রাঃ)-এর নিকট পড়িতাম তখন একদিন ঐ স্ত্রীলোকটি তাঁহার নিকট আসিল। তিনি তখন আমাকে বলিলেন, 'মিয়া আইস, আজ তোমাকে একটি বিষয় শিখাইয়া দিব।' তিনি ঐ স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ভাইয়ের কি অবস্থা?" ঐ স্ত্রীলোকটি হাসিল, এত বেশী হাসিল যে তাহার চক্ষু পানিতে ভরিয়া গেল এবং সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "সে তো মরিয়া গিয়াছে।" আমি তখন বিস্মিত হইলাম যে ইহার মধ্যে হাসিবার কথা কি আছে! পরে তিনি তাহার অপরাপর আত্মীয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। সে একই ভাবে হাসিল এবং

বলিল যে, তাহারাও মরিয়া গিয়াছে। হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রাঃ) আমাকে বলিলেন যে, ঐ স্ত্রীলোকটি বাতিকগ্রস্থা, তাহাকে হাসির পাগলামীতে পাইয়াছে। সুতরাং উপলক্ষ বিহীন আনন্দ পাগলামীর লক্ষণ। যে বালক আপন পাঠ্য পড়ে নাই, তাহার উপর যখন পরীক্ষা আসিয়া পড়ে, তখন সে খুশী হয় না। যে ছেলে পড়া করিয়াছে সেই স্কুলে যাওয়া ও পরীক্ষা দেওয়ার আনন্দ অনুভব করে। কারণ সে জানে যে, সে পড়া শুনাইলে তাহার শিক্ষক সন্তুষ্ট হইবে ও তাহার প্রশংসা করিবে। কিন্তু পড়া না করিয়া যে আনন্দ করে সে পাগল। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তা'লার হুকুম পালন করিয়াছে, তাহার জন্য আজ ঈদ, কিন্তু যে তাহা করিতে পারে নাই, তাহার জন্য আজ বিষাদের দিন। কারণ আজ হিসাব নিকাশের দিন। আজ সকল মানুষ সমবেত হইয়াছে। প্রত্যেকের পোষাক এবং অবস্থা বলিয়া দিতেছে যে, সে আজ হিসাব দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে এবং আজ হিসাব-নিকাশের দিন। আজিকার অবস্থা হাশরের দৃশ্য সম্মুখে তুলিয়া ধরিযাছে। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন কাজ করে নাই এবং হুকুম মানে নাই, তাহার জন্য আজ আনন্দ নয়, তাহার আজ কাঁদিবার দিন। যে ব্যক্তি আদেশ পালন করিয়াছে, তাহারই জন্য আজ সত্যিকার ঈদ এবং তাহার আনন্দই সত্যিকার আনন্দ। স্মরণ রাখিও যে, ঈদের মধ্যে রুহানী উন্নতির উপকরণ রহিয়াছে এবং এতদ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ব্যায়াম করান হয়। যাহারা সারা বছর তাহাজ্জুদের নামাজ পড়িতে পারে নাই, তাহারা অন্তঃতপক্ষে রমজান মাসে নিশ্চয়ই তাহাজ্জুদ নামাজ পড়িয়া থাকে এবং সারা রমজান মাসে তাহাজ্জুদ নামাজ পাঠ, বছরের বাকি সময়ে কষ্টকর বলিয়া তাহাজ্জুদ পড়িতে না পারার ওজরের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হইয়া যায়। ঘুম ছাড়িয়া উঠিতে পারে না বলিয়া যাহারা শীতের সুদীর্ঘ ১৪ ঘন্টা রাত্রি বিছানায় শুইয়া কাটাইয়া দেয় এবং উঠিয়া তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে না তাহারা অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া যায়। কারণ তাহারা নিজেদের কাজ দ্বারা অপরাধী হয়। তাহারা যখন গ্রীষ্মের ৮ ঘন্টার ছোট রাত্রের সারা মাস যাবৎ ঘুম ছাড়িয়া উঠিতে পারে তখন ১৪ ঘন্টার রাত্রে তাহারা কেন ঘুম ছাড়িয়া উঠিতে পারিবে না। যে ব্যক্তি ৮ ঘন্টার রাত্রে সেহরী খাইবার জন্য উঠিতে পারে এবং তৎসঙ্গে তাহাজ্জুদের নামাজও পড়ে, সে কেমন করিয়া আপত্তি করিতে পারে যে পনর ঘন্টার রাত্রে সে ঘুম ছাড়িয়া উঠিতে পারে না।

যদি তাহার আপত্তি সত্য হয়, তাহা হইলে সে ৮ ঘন্টার রাত্রে কেমন করিয়া জাগিয়া উঠে। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌তা'লার নিকট নিজেদের কাজের মাধ্যমে স্বীকৃতি দ্বারা পাপী হইয়া গেলে। তাই আমি তোমাদিগকে বলি যে রমজান এবং ঈদ হইতে তোমরা সবক গ্রহণ কর। এই জন্য আমি গতকাল তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলাম, "পূর্বের রাত্রের ন্যায় আজও রাত্রে উঠিয়া তোমরা তাহাজ্জুদের নামাজ পড়িও এবং দোয়া করিও।" আমাদিগের গুরুজনদের অভ্যাস ইহাই ছিল যে, তাহারা যখনই কোন পুণ্য কাজ করিতেন

তখন তাঁহারা উহার পুনরাবৃত্তি করিতেন যেন উক্ত পুণ্য ক্রিয়ার শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া না যায়। জনসাধারণ ঈদের রাত্রে খুব বেশী করিয়া ঘুমায়, অথচ এই রাত্রে বেশী জাগা প্রয়োজন। হযরত খলিফা আওয়াল (রা:)-এর অভ্যাস ছিল তিনি যখন সমস্ত কোরআনের তেলাওত শেষ করিতেন, তখন তিনি তেলাওত জারি রাখার জন্য আবার নুতন করিয়া সুরা ফাতেহা পাঠ করিতেন। অনুরূপভাবে যখন রমযান মাস শেষ হইয়া শওয়াল মাস আরম্ভ হইল, তখন আমি চাহিলাম যে রমজানের পর শাওয়াল মাসের প্রথম রাত্রেই আবার সকলকে খাড়া করিয়া দিই যেন দ্বিতীয় হিসাব আরম্ভ হইয়া যায় এবং পুণ্য কাজের শৃঙ্খল না ভাঙ্গে। সুতরাং আপনারা রমজান মাসের ৩০ রাত্রের পর শওয়াল মাসের প্রথম রাত্রেও যখন জাগিলেন এবং এই লইয়া ৩১ রাত্রি হইয়া গেল, তখন বাকি ১১ মাস রাত্রে জাগা আপনাদের জন্য কি কারণে কঠিন হইবে? হাঁ, অসুস্থ হইলে পৃথক কথা। তখন নামাজও একত্রে জমা করার অনুমতি আছে। তখন কড়াকড়ির কোন কথা নাই।

যেহেতু তাহাজ্জুদের নামাজ আল্লাহ্‌তা'লার নৈকট্য লাভের অত্যন্ত সহায়ক, তজ্জন্য একদা হযরত রসুল করীম (সাঃ) এক সাহাবীর জন্য বলিয়াছেন যে, তিনি খুবই ভাল যদি তিনি রাত্রে উঠেন। সুতরাং পুণ্য কাজের শৃঙ্খলকে চালু রাখ। রমজান মাসে যে কাজ তোমরা আরম্ভ করিয়াছ, ইহাকে বন্ধ করিও না। ইহা আল্লাহতায়ালার বড়ই অনুগ্রহ যে, যেখানে অন্যের নামাজীর সংখ্যা কম, সেখানে আমাদিগের মধ্যে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়কারীর সংখ্যা যথেষ্ট। তাহাজ্জুদ খোদাতা'লার ফজল সমূহের মধ্যে অন্যতম। পবিত্র কোরআনে ইহার উল্লেখ আছে:

ان ناشئة الليل هى اشد وطأ واقوم قيلا

অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই রাত্রে উঠা প্রবৃত্তিকে দমন করিবার উৎকৃষ্ট পন্থা এবং দোয়ার দিক দিয়া অত্যন্ত কার্যকরী। (সুরা মুজাম্মিল—১ম রুকু)

প্রকৃতপক্ষে তাহাজ্জুদের নামাজ চিত্তশুদ্ধির জন্য উৎকৃষ্ট উপায় এবং ইহার দ্বারা সমস্ত আমল সংশোধিত হয়। মানুষ স্বভাবতঃ সৌন্দর্যের দিকে ধাবমান হয় এবং সুন্দর জিনিসকে সে পছন্দ করিয়া থাকে। যদি জংগলে যাও এবং সেখানে ফুল দেখিতে পাও তাহা হইলে উহা তোমার ভাল লাগিবে এবং তুমি উহার দিকে দৌড়াইয়া যাইবে। অথচ খোদা তোমাদের জন্য হেদায়েতের যে বাগান লাগাইয়াছেন, এবং তোমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য উহাতে ফুল ফুটাইয়াছেন, ইহা কিরূপে সম্ভব যে তোমরা উহার দিকে দৌড়াইয়া যাইবে না?! তোমাদের মধ্যে যেহেতু অধিকাংশ লোকে রোজা রাখিয়াছে, উক্ত মাসে অধিকাংশ সময়ে এবাদত করিয়া কাটাইয়াছে, উহার স্বাদ উপভোগ করিয়াছে এবং যে খোদা সকল সুন্দর হইতে অধিকতর সুন্দর এবং সমস্ত সৌন্দর্যের সৃষ্টিকর্তা তাঁহার সান্নিধ্যলাভের চেষ্টা করিয়াছে, অতএব আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি যে, তোমাদের মধ্যে যাহাদের অভ্যাস ছিল না এবং বাকী ১১ মাসের জন্য তাহাজ্জুদ নামাজ পড়িবার নিয়ত করিয়া লইয়াছে, ঘটনাক্রমে যদি কোন সময় উঠিতে

না পারে তাহাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু সংকল্প নিশ্চয় করিয়া লও। তাহা হইলে আল্লাহ্-তা'লা তোমাদিগকে তাহাজ্জুদ পড়িবার সৌভাগ্য দান করিবেন।

ইহার মধ্যে দ্বিতীয় সবক ইহাই রহিয়াছে যে, অনেক লোক ছোট ছোট কষ্টে ভীত হয়। এই শ্রেণীর লোকও সারা মাস রোজা রাখিয়াছে এবং কষ্ট করিয়াছে। ইহা দ্বারা তাহারা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, তাহারা সহ্য করিতে সক্ষম। কঠিন গ্রীষ্মের মধ্যে যখন ক্ষণে ক্ষণে ঠোঁট শুকাইয়া উঠে তখনও তাহারা পিপাসায় কষ্ট সহ্য করিয়াছে। যখন তাহারা গ্রীষ্মের ছোট রাত্রে উঠিতে পারে, তখন শীতের লম্বা রাত্রেও তাহারা নিশ্চয়ই উঠিতে পারিবে। তোমরা এ সকলই করিয়া দেখিয়া লইয়াছ এবং এক সীমা পর্যন্ত কষ্ট স্বীকার করিবার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। অতএব সবক গ্রহণ করা উচিত এবং দীনের খেদমত অধিকতর উদ্যমের সহিত পালন করা উচিৎ। চিন্তা করিয়া দেখ, কাজ করিবার সংকল্প করা ও না করার মধ্যে কতখানি প্রভেদ। যেহেতু রমজান মাসে নিয়ত করিয়াছিলে যে তোমরা দিবাভাগে ক্ষুধা এবং পিপাসা সহ্য করিবে, সেই জন্য ১৫ ঘন্টায় ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করিয়াছ। কিন্তু অন্য সময়ে এই নিয়ত থাকে না। তখন দুই ঘন্টার জন্য ক্ষুৎ-পিপাসাও সহ্য করা যায় না। অতএব দেখ, নিয়ত এবং সংকল্পের দ্বারা বড় বড় কাজ করা সহজ। অনুরূপভাবে তোমার নিয়ত এবং সংকল্পকে দৃঢ় করিয়া লও, "হে খোদা! ধর্মের প্রচারের জন্য ত্রুটি করিব না এবং ধর্মের বিষয়ে কোন কষ্টকে কষ্ট বলিয়া খেয়াল করিব না।" হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। কথিত আছে যে, তাঁহার জন্য আগুন জ্বালাইয়া উহার মধ্যে তাঁহাকে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল, কিন্তু ঐ আগুন তাঁহার জন্য বাগিচায় পরিণত হয়। অবশ্য কোরআন মজিদে এইরূপ বর্ণনা নাই। কিন্তু ধর্মের জন্য আগুনে পড়া বেহেশ্‌তে প্রবেশ করার বরাবর। ধর্মের জন্য কোন কষ্টই কষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। খোদাতা'লার জন্য আগুনে পড়া বেহেশ্‌তের মধ্যে দাখিল হওয়ার নামান্তর। খোদাতা'লার জন্য মরা প্রকৃত পক্ষে জীবন লাভ করা। সাহাবাগণ হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ধর্মের জন্য মৃত্যু বরণ করিলে কি হইবে? তিনি উত্তর দিলেন যে, স্বর্গ লাভ হইবে। ওহুদের যুদ্ধের এক পর্যায়ে যখন কোন কোন সাহাবা মাথা নিচু করিয়া বসিয়াছিলেন এবং উহাদের মধ্যে হযরত ওমর (রাঃ)-ও ছিলেন তখন এক সাহাবী—যিনি খেজুর খাইতেছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এমন করিয়া বসিয়া আছেন কেন?" হযরত ওমর (রাঃ) উত্তর করিলেন "আঁ-হযরত (সাঃ) শহীদ হইয়া গিয়াছেন।" তখন সেই সাহাবী বলিলেন, "যদি রসুল করীম (সাঃ) শহীদ হইয়া থাকেন তবে আমরা কেন বসিয়া থাকি? চলুন, আমরাও তাঁহার পিছনে যাই।" এই বলিয়া খেজুর ফেলিয়া দিয়া যুদ্ধের ময়দানের দিকে ধাবিত হইলেন এবং এমন ভাবে যুদ্ধ করিলেন যে, তিনি শহীদ হইয়া গেলেন। যখন তাঁহার লাশ উদ্ধার করা হইল তখন দেখা গেল যে, উহাতে সত্তরটি জখম রহিয়াছে। সুতরাং যাহারা দ্বীনের খেদমতের

নিয়ত এবং সংকল্প করে, মৃত্যু তাদের জন্য বাগান স্বরূপ হয়।

এক স্ত্রীলোক. যে নিজের ছেলের স্বাস্থ্য এবং তরবীয়তের উদ্দেশ্যে শীতের রাত্রিতে এইজন্য জাগিয়া থাকে যে, ছেলে যেন প্রস্রাব করিয়া বিছানা ভিজাইয়া না দেয় এবং সেজন্য কষ্ট ভোগ না করে; কিম্বা তাহার দেহকে কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া দেয়, যেন শীত না লাগে, তাহাকে যদি কোন ব্যক্তি উপদেশ দেয়, 'ভদ্র মহিলা! আপনি কেন কষ্ট করিতেছেন? আপনি শুইয়া যান', তাহা হইলে এই শুভেচ্ছার উপদেশে সন্তুষ্ট হওয়ার পরিবর্তে সেই স্ত্রীলোক তাহাকে বদ দোয়া দিতে থাকিবে। কারণ স্ত্রী লোকটি তাহার কষ্টকে কষ্ট বলিয়া মনে করেন না। কোন শিক্ষার্থী, যে শিক্ষার উপকারিতা অবগত এবং রাত্রি জাগে, সে রাত্রি-জাগরণের কষ্টকে কোন কষ্ট বলিয়া গণ্য করে না। সেইভাবে খোদার ধর্মের সেবায় কষ্ট বরণ করা কিম্বা আগুনে পোড়া প্রকৃতপক্ষে কোন কষ্টই নহে। তোমরা ধর্মের সেবার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর হাতে শপথ গ্রহণ করিয়াছ যে, ধর্মের মোকাবেলায় দুনিয়াকে গ্রাহ্য করিবে না এবং বিপদে বিভ্রান্ত হইয়া ধর্মকে ছাড়িয়া দিবে না। তোমরা যে পণ করিয়াছ তাহা যদি তোমরা পুরণ কর, তাহা হইলে বড়ই আনন্দের কথা এবং উহা অপেক্ষা আর কোন বড় নেয়ামত হইতে পারে না। তোমাদের সংকল্প হইল আল্লাহ্‌তা'লাকে লাভ করিবার জন্য সকল প্রকার কষ্টকে আনন্দের সহিত বরণ করিয়া লওয়া। ইহা কি কখনও হইতে পারে যে, একজন স্ত্রীলোক নিজের সন্তানের আরামের জন্য কষ্ট করিতে পারে; একজন শিক্ষার্থী এক ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য—যাহা দিয়া সে ৩০ বা ৪০ বৎসর পর্যন্ত মাত্র উপকৃত হইতে পারে—কষ্ট বরণ করিতে পারে; অথচ খোদার অনুগ্রহ লাভ করিবার জন্য যত বড় কষ্টই হোক না কেন তোমরা কেন বরদাস্ত করিতে পারিবে না! রমজান মাসে যে কষ্ট হয় উহা পুরস্কারের তুলনায় কতটুকু? রমজানের রোজা রাখার প্রতিফল চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তি। সুতরাং নিশ্চয়ই জানিও, খোদার জন্য কষ্ট স্বীকার করা সর্বাপেক্ষা বড় নিয়ামত এবং বড় আরাম। খোদার জন্য উপবাস করা অতি সুস্বাদু আহার্য খাওয়া হইতে ভাল। খোদার জন্য যে ব্যক্তিকে উলঙ্গ রাখা হয়, খোদা তাহাকে উলঙ্গ রাখেন না এবং কোন আত্মীয়ের ভালবাসা খোদার ভালবাসার নিকট কিছুই মূল্য রাখে না। সুতরাং যে ব্যক্তি খোদার জন্য আত্মীয়-স্বজনকে পরিত্যাগ করে খোদাতা'লা তাহাকে অতি উচ্চ শ্রেণীর ভালবাসা বা ভালবাসিবার পাত্র দেন। যে ব্যক্তি খোদাতা'লার জন্য দেশত্যাগী হয়, খোদাতা'লা তাহাকে উত্তম আবাস দিয়া থাকেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, তাঁহার এক পুত্র ইসলাম গ্রহণ বিষয়ে পিছনে পড়িয়া যায়। তিনি একবার বলেন, "আমি একদা যুদ্ধের সময় ইচ্ছা করিলে আপনাকে মারিয়া ফেলিতে পারিতাম (কারণ তিনি বিধর্মীদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) মুসলমান ছিলেন।) কিন্তু পিতা

বলিয়া আমি আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম।" হযরত আবু বকর (রাঃ) তখন উত্তর দিলেন, "খোদার কছম! আমি তোমাকে দেখিলে নিশ্চয়ই মারিয়া ফেলিতাম।"

যে ব্যক্তি খোদার জন্য স্বীয় আহার-বিহার, আত্মীয়-স্বজন, ঘর-বাড়ী, সহায়-সম্পত্তি, ধন-দৌলত পরিত্যাগ করে খোদা তাহার কোন জিনিসকে নষ্ট করেন না ; পরন্তু সে যাহা কিছু কোরবানী করিয়া থাকে, উহা এক বীজ স্বরূপ হইয়া থাকে। খোদা তাহাকে বহুগুণে বাড়াইয়া তাহার নিকট ফিরাইয়া দেন এবং তাহাকে অনন্যতম পুরস্কারে ভূষিত করিয়া দেন।

সাহাবা (রাঃ) খোদার জন্য কোরবানী করিয়াছিলেন ; কিন্তু খোদাতা'লা উহার বিনিময়ে তাঁহাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছিলেন, তাহার তুলনায় তাঁহাদিগের কোরবানী অতি নগন্য।.....

ছাহাবাগণ যে কোরবানী করিয়াছিলেন তাহা কোন পুরস্কারের প্রত্যাশায় করেন নাই। নেক কাজের মধ্যে এক সুখ ও স্বাদ রহিয়াছে। যে ব্যক্তি কোন নিমজ্জমান ব্যক্তিকে বাঁচায় সে এই কাজে এত আনন্দ বোধ করে যে, কোন বাদশাহ্ এক দেশ জয় করিয়া আনন্দ পায় না। কোন সঙ্গীহীন অসহায় ব্যক্তির সাহায্য সর্বাপেক্ষা বড় কাজ। ইহাতে অপার আনন্দ লাভ হয়। সেই ব্যক্তি বড় অসহায় যে খাদাতা'লার নিকট হইতে দূরে পড়িয়াছে। এক বুভুক্ষ ব্যক্তির অবস্থা সেই বাদশাহ অপেক্ষা ভাল যার কোষাগার অর্থে ভরা এবং রাজ্যে মজবুত ভাবে প্রতিষ্ঠিত শাসন অথচ আপন প্রভূ হইতে সে দূরে। যদি সে আনন্দ চিত্তে থাকে তাহা হইলে তাহার আনন্দ এক অজ্ঞ বালকের ন্যায়, যাহার মা মরিয়া গিয়াছে অথচ মা অভিমান করিয়াছে মনে করিয়া সে তাহাকে মানাইবার জন্য মুখ থাবড়াইয়া বলিতে থাকে, 'মা তুমি আমার সহিত কথা বল না কেন? তুমি কি আমার সহিত অভিমান করিয়াছ?' বস্তুতঃ সেই অজ্ঞ বালক জানে না যে তাহার মায়ের নীরবতা ক্ষণিকের নয় ; পরন্তু সে চিরকালের জন্য তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং যাহার যতই সহায়-সম্পদ ও ধন-সম্পত্তি থাকুক না কেন সে যদি খোদার নিকট হইতে দূরে চলিয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে সে এক জনমানব শূন্য জঙ্গলের মধ্যে সাপ লইয়া খেলা করিতেছে যাহার বিষক্রিয়া সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অতএব তোমরা দুনিয়ার আনন্দের দিকে ছুটিয়া যাইও না। ইহা সাময়িক। সংসারী ব্যক্তির ধন, আরাম এবং জ্ঞানের কোন মূল্য নাই, যদি তাহার খোদার সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকে। কিন্তু তোমরা ধনী এবং বাদশাহ্, যেহেতু খোদা তোমাদের সহিত বন্ধুত্ব পাতিয়াছেন। দুনিয়ার ধনে যাহারা ধনী তোমাদের সামনে তাহারা কিছুই নয়। অতএব তোমরা খোদা প্রদত্ত সকল ধন লইয়া বাহির হইয়া যাও এবং সেই সকল লোকের নিকট উপস্থিত হও, যাহারা দুনিয়ার দৃষ্টিতে আমীর, বাদশাহ্ ও ধনী ; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা বড়ই বেচারী।

আজ ঈদের দিন। তোমরা সাদকা এবং খয়রাত করিয়াছ এবং অবস্থানুযায়ী খরচ পত্র

করিয়াছ। কিন্তু দুনিয়ার এক বিরাট অংশ ঈদ পালন করিতেছে না। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের ঘরে ঘরে আজ মাতম। তাহারা খোদা হইতে পৃথক এবং খোদা তাহাদের নিকট হইতে পৃথক। তাহারা খোদার আঁচল ছাড়িয়া নিজদিগকে ধ্বংসের কুপে নিক্ষেপ করিয়াছে. তাহারা যেন সাপ কিংবা বাঘের মুখে চলিয়া গিয়াছে। তোমরা নিজেদের হাত খোদার মামুরের হাতে দিয়া ফেলিয়াছ। সুতরাং আজ তোমাদের ছাড়া আর কাহারও ঈদ নহে। তোমাদের চেয়ে খুশীর ভাগ্য আর কাহাদের হইবে? তোমরা খোদাতা'লার মামুর এবং প্রেরিত পুরুষের যুগ পাইয়াছ এবং তাঁহাকে গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছ। আনন্দ করিবার অধিকার একমাত্র তোমাদেরই আছে। তোমরা সেই প্রেরিত পুরুষের যুগ পাইয়াছ যাহার অপেক্ষা করিতে করিতে কত জাতি চলিয়া গিয়াছে। যাঁহার আগমনের সংবাদ নবীগণ দিয়াছিলেন, তোমরা তাঁহাকে চিনিয়াছ। অতএব ঈদ একমাত্র তোমাদেরই। .....

শৈথিল্যে যথেষ্ট সময় কাটিয়াছে। এখন সময় আসিয়াছে। তোমরা ছোট বড়, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলে মিলিয়া ধর্মের সেবার জন্য প্রস্তুত হও। তোমরা কেহই মুর্খ নও। লেখা পড়া না জানিলেই যে মুর্খ হয় এমন নয়। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-ও লেখা পড়া জানিতেন না। আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে যাহার জ্ঞান নাই সেই মুর্খ। হযরত মসীহ্ (আঃ) কেমন সুন্দর বলিয়াছেন, 'মানুষ রুটী খাইয়া জীবিত থাকে না, পরন্তু আল্লাহ্‌র কালাম দ্বারা জীবন লাভ হয়।' তোমরা দিব্য জ্ঞানের অধিকারী। তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে এক ধন লাভ করিয়াছ। তোমাদিগকে এক শক্তি এবং এক অস্ত্র দেওয়া হইয়াছে। যদি তোমরা সেই শক্তি ও অস্ত্র ব্যবহার না কর, তাহা হইলে শক্ত ক্ষতি হইয়া যাইবে এবং অস্ত্র ব্যবহারের অভাবে অযোগ্য হইয়া পড়িবে। ব্যবহারের অভাবে জিনিস নষ্ট হইয়া যায়। হাত সঞ্চালন না করিলে উহা আড়ষ্ট হইয়া যায়। অতএব তোমরা যে রূহানী শক্তি লাভ করিয়াছ তাহা কাজে লাগাও। যদি খোদার রাস্তায় তোমরা ঐ শক্তি ব্যয় না কর এবং অভাবীগণের অভাব মোচন না কর তাহা হইলে এই শক্তি হইতে তোমরা বঞ্চিত হইয়া পড়িবে। সুতরাং সাহস কর এবং আগে বাড়িয়া যাও। পৃথিবীর কোণে কোণে যাইয়া খোদার নামকে ছড়াও। এই পথে তোমাদিগকে যে কোন কোরবানী করিতে হউক না কেন বিচলিত হইও না বা থামিয়া যাইও না। তোমাদিগকে এই পথে যদি আপন প্রিয় হইতে প্রিয়তরজনকে কোরবাণী করিতে হয় তাহাতেও পশ্চাদপদ হইও না। লক্ষ্যকে স্থির রাখিয়া তোমরা দুনিয়া বিলাইয়া দাও। হাদিস শরীফে এ সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, মসীহ্ মওউদ লোকদের নিকট ধন বিতরণ করিবেন; কিন্তু লোকে উহা গ্রহণ করিবে না। মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তোমাদিগকে কোরআন মজিদের ধনভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন। এখন সমস্ত পৃথিবীর সহিত সখ্যতা করিবার সময় উপস্থিত। বাদশাহ্‌ই হউক বা ভিক্ষুকই হউক সমস্ত লোকই তোমাদের দ্বারের ভিখারী।

প্রকৃত প্রস্তাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সকল ভাইবোন আনন্দ লাভ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত আনন্দে পূর্ণতা আসে না। সারা পৃথিবীর মানুষ—খৃষ্টান, ঈহুদী, হিন্দু ও শিখ—যে যাহাই হউক না কেন, তাহারা আমাদের ভাই।

যিনি আমাদের সকলের প্রপিতামহ (অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম) তিনি আদমের সন্তান। সুতরাং ইহা কিভাবে সহ্য হইতে পারে, যে আমরা খোদাকে লাভ করিয়া বাকি সকলের সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকি ?! আমি উপদেশ দিতেছি ও দোয়া করিতেছি' যেন আল্লাহ্‌তালা ঐ সকল ধন যাহা তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে তাহা জগদ্বাসীর নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়ার সৌভাগ্য তোমাদিগকে দেন এবং যে সকল শক্তি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে উহার যেন তোমরা যোগ্য ব্যবহার করিতে পার। যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা খোদার ধর্মকে জগতের কোণে কোণে পৌঁছাইয়া দাও ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আরাম গ্রহণ করিও না। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা প্রতিটি মানুষকে খোদাতা'লার সম্মুখে আনিয়া খাড়া করিয়া দাও, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের দায়িত্ব শেষ হয় না।

একটি কাহিনী মনে করিলে আমি সব সময় আনন্দ পাই। একদা তুরস্ক ও গ্রীক দেশবাসীদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। পাহাড়ের উপর অবস্থিত গ্রীকবাসীদের একটি কেল্লা ছিল। উহা এরূপ সুরক্ষিত ছিল যে, ইউরোপবাসীগণের ধারণা ছিল, তুর্কিগণ উহা সহজে অধিকার করিতে পারিবে না। ইতিমধ্যে তাহারা আত্মরক্ষা করিয়া সন্ধির ব্যবস্থা করিয়া ফেলিবে। যদিও তুর্কির জেনারেলগণ প্রায়ই বিশ্বাস ঘাতক হইয়া থাকে তবুও তাহাদের মধ্যে কেহ উচ্চ শ্রেণীরও ছিল। এই শ্রেণীর এক স্বদেশ প্রেমিক তুর্কি কমাণ্ডার তাহার মুষ্টিমেয় সেনাবাহিনীর নিকট কাপুরুষতার প্রতি ঘৃণা উদ্রেককারী এক বক্তৃতা করেন এবং সুনাম লইয়া মরা যে দুর্নাম লইয়া বাঁচা অপেক্ষা শ্রেয় তাহা সাব্যস্ত করেন। ইহার পর তিনি তাঁহার সৈন্যবাহিনী লইয়া শত্রুদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ পরিচালনা করেন। যেহেতু তাহাদিগের পথ ছিল নীচ হইতে উপরের দিকে এবং শত্রুগণ মাথার উপরে অবস্থান করিতেছিল, সেই জন্য শত্রুগণ সহজেই তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্থ করিতে পারিতেছিল এবং তুর্কিগণ নীচে তাহাদের বিশেষ ক্ষতি সাধন করিতে পারিতেছিল না। এই কারণে তাহারা অনেকবার আক্রমণ চালাইও উপরে উঠিতে পারিল না। অবশেষে সেই জেনারেল একটি গুলির আঘাত খাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। ইহাতে শত্রুগণ আনন্দ ধ্বনি করিয়া উঠিল। তাহারা মনে করিল তুর্কিগণ এখন পরাজিত হইয়া পলায়ন করিবে। কিন্তু জেনারেলের গুলিবিদ্ধ হওয়া তুর্কিগণের পরাজয়ের কারণ হইল না। পরন্তু ইহাদের বিজয়ের সুচনা করিয়া দিল। যখন জেনারেল মাটিতে পরিয়া গেলেন এবং লোকে তাঁহাকে যুদ্ধের ময়দান হইতে উঠাইয়া অন্যত্র তাঁহাকে ব্যাণ্ডেজাদি করিবার জন্য লইয়া যাইতে চাহিল, তখন তিনি তাঁহার অধীনস্থ কয়েকজন অন্তঃরঙ্গকে বলিলেন, খোদার কসম, তোমরা আমার দেহ স্পর্শ করিও না। যদি তোমরা আমাকে ভালবাস এবং আমার এই শেষ সময়ে

আমার প্রতি ভালবাসা দেখাইতে চাও, তাহা হইলে তাহার একমাত্র পন্থা এই যে, ঐ কেল্লার উপর আমার কবর নির্মাণ করিও। যদি ইহা করিতে সক্ষম না হও, তাহা হইলে আমাকে এইখানেই পড়িয়া থাকিতে দাও, যেন কুকুর ও কাকে আমার লাশ খাইয়া ফেলে। জেনারেলের এই কথাগুলি সৈন্য-বাহিনীকে উদ্দীপনায় পাগল করিয়া দিল। তাহারা আল্লাহু আকবার ধ্বনি করিয়া শত্রুগণের বিরুদ্ধে এরূপ এক তীব্র আক্রমণ চালাইল যে, তাহারা কেল্লার উপর চড়িয়া উহা অধিকার করিয়া ফেলিল। এই প্রচেষ্টায় তাহাদের পায়ের নখ পর্যন্ত উড়িয়া গেল। তুর্কিগণের দ্বারা গ্রীক জাতির এই কেল্লা দখলের সংবাদ যখন প্রচারিত হইল, তখন ইউরোপ স্তম্ভিত হইয়া গেল।

একটি স্ত্রীলোক সম্বন্ধে অনুরূপ একটি কাহিনী ইংরাজী পাঠ্য পুস্তকে ছাত্ররা পড়িয়া থাকে। একটি বাজপাখী একটি স্ত্রীলোকের ছোট ছেলেকে লইয়া পাহাড়ের দিকে উড়িয়া গেল। স্ত্রীলোকটিও তাহার পিছনে পিছনে চলিল এবং পাহাড়ে উঠিয়া বাজপাখীর বাসায় প্রবেশ করিয়া নিজের ছেলেকে উদ্ধার করিল। নিজের সন্তানকে কিছুক্ষণ বুকে ধরিবার পর যখন তাহার আনন্দের উচ্ছাস কাটিয়া গেল, তখন তাহার মনে পড়িল যে, তাহাকে নীচে নামিতে হইবে। কিন্তু সে দেখিল যে পাহাড়ের নীচে নামা তাহার জন্য অত্যন্ত কষ্টকর। তখন লোকেরা তাহাকে বহু কষ্টে নামাইয়া আনিল। যখন লোকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, সে কি ভাবে পাহাড়ে উঠিয়াছিল, তখন সে উত্তর দিল যে, সে বলিতে পারে না যে সে কিভাবে পাহাড়ে উঠিয়াছিল। সে কেবল এতটুকুই জানে যে, বাজপাখী তাহার সন্তানকে যে দিকে লইয়া যাইতেছিল, সে কেবল তাহার পিছনে পিছনে সেই দিকেই গিয়াছিল। এখন ভাবিয়া দেখ একটি স্ত্রীলোক তাহার সন্তানের সন্ধানে এমন কাজ করিয়াছে যে, শক্তিশালী পুরুষও তাহা পারে না।

এখন তোমরা আমায় বলিয়া দাও যে, ঐ স্ত্রীলোকটির তাহার সন্তানের জন্য যে ভালবাসা ছিল এবং তুর্কি জেনারেলের প্রতি তাহার অধীনস্থ সৈন্যবাহিনীর যে ভালবাসা ছিল, তাহা অপেক্ষা অধিক ভালবাসা কি খোদার ধর্মের জন্য তোমাদের থাকা উচিত নহে?

তোমরা কি দেখ না যে হযরত রসুল করীম (সাঃ -এর পবিত্র দেহকে বিরূপ সমালোচনা দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করা হইয়াছে। ইসলাম মৃতের ন্যায়। উহা জখমে জর্জরিত। রূপক ভাবে খোদার দেহকেও জখমে ভরা বলা যাইতে পারে। তোমরা কি এই দৃশ্যকে বরদাস্ত করিতে পার যে, খোদা, তাঁহার রসুল এবং ইসলাম জখমে জর্জরিত হউক এবং তোমরা আরামে বসিয়া থাক? খোদা, তাঁহার রসুল এবং ইসলামের প্রেমে কি তোমাদের পাগল প্রায় হওয়া উচিৎ নয়? অতএব তোমাদিগের মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি কর এবং ভ্রান্ত বিশ্বাসের উপর আক্রমণ হান এবং পৃথিবীকে সেই কেন্দ্রে আন যেখান হইতে খোদা, ইসলাম, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এবং মসীহ মাওউদ (আঃ) প্রশংসার যোগ্য রূপে

দৃষ্টিগোচর হয়। আল্লাহ্‌তা'লা সকল প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি হইতে মুক্ত ও পবিত্র; কিন্তু তাঁহার উপর রঙ বেরঙের কালিমার প্রলেপ অপসারিত করিয়া দাও এবং এই প্রতিজ্ঞা লইয়া দণ্ডায়মান হও যে, সকল মানুষকে এক ধর্মে জমা করিয়া দিবে এবং সকল গরীব, অভাবী এবং নিমজ্জমান ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবে এবং এই পথে তোমরা নিজদের সব আরাম এবং সুখকে বিসর্জ্জন দিবে। এখন আমি খোদাতা'লার নিকট দোয়া করিতেছি, তিনি যেন তোমাদিগকে এ কাজে সফলতা দেন।

হযরত সাহেব (রাঃ) দ্বিতীয়বার খাড় হইয়া বলেন):

আমি পূর্বেও বলিয়াছি এবং আবার বলিতেছি স্মরণ রাখিও, দোয়া কবুল হওয়ার জন্য কতকগুলি শর্ত আছে এবং কতকগুলি উপকরণ আছে। উহার মধ্যে আল্লাহ্‌তা'লার গুণগান, সুরা ফাতেহা পাঠ এবং হযরত নবী করীম (সাঃ) এর উপর দরুদ পড়া অন্যতম। আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি যে, দোয়া করিবার পূর্বে তোমরা মনে মনে সুরা ফাতেহা এবং দরুদ পড়িবে। এই ব্যবস্থায় যে দোয়া করিবে আল্লাহতা'লা তাহা কবুল করিবেন। ইহার সহিত কাজ করার সঙ্কল্প ও ইচ্ছা সংযুক্ত হওয়া চাই। নচেৎ তোমাদিগের দোয়া মৌখিক হইবে। উহা খোদার আরশ পর্যন্ত পৌঁছিবে না। যে দোয়ার সহিত সঙ্কল্প ও ইচ্ছা সংযুক্ত থাকে, উহা খোদাতা'লার ফজলকে আকর্ষণ করিয়া আনে।

ইহার পর হযরত সাহেব দোয়া করেন এবং দোয়ার পর খাড়া হইয়া বলেন :—

আরও একটি কথা আছে। এখন রমজান খতম হইয়াছে। হযরত রসুল (সাঃ)-এর নিয়ম ছিল যে, তিনি শওয়ালের চাঁদে ৬টি রোজা রাখিতেন। এই নিয়মকে আমাদিগের জামাতের মধ্যে জিন্দা করা ফরজ।

[দৈনিক আল-ফজল ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪ ইসাব্দ]

অনুবাদ : **মৌলবী মোহাম্মদ**
আমীর, বাঃ আঃ আঃ

শুভ বিবাহ

গত ২৪-৬-৮৩ইং রোজ শুক্রবার ব্রাহ্মণবাড়ীয়াস্থ মসজিদে-মোবারকে দেবগ্রাম নিবাসী মোঃ মাহবুবুর রহমান চৌধুরী সাহেবের তৃতীয় কন্যা মোসাম্মৎ শওকতারা চৌধুরীর সহিত দশ হাজার টাকা দেন মোহর ধার্যে শালগ্রাম নিবাসী মোঃ আবদুল কাদির ভুইয়া সাহেবের ৪র্থ ছেলে মোঃ খলিলুর রহমান ভূইয়ার শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হয়, উক্ত বিবাহ বাবরকত হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোওয়ার অনুরোধ করা যাইতেছে। বিবাহ পড়ান মোঃ ছলিমুল্লাহ সাহেব সদর মোয়াল্লেম।

নিবেদক

মোঃ ইয়াহইয়া লসকর

জুমুয়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ইং মসজিদে আকসা রাবওয়ায় প্রদত্ত]

যাহারা খোদাতায়ালার পথে অবিচল ধৈর্য ও স্থৈর্য প্রদর্শন করে, খোদা তাহাদের উপর বিপুলধারায় ফেরেস্তা নাজেল করেন।

এই সকল ফেরেস্তা বিভিন্ন রূপ ও আকৃতিতে, বিভিন্ন মার্গ ও শ্রেণীর লোক দিগের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকারের সুসংবাদ লইয়া আসেন।

এই সকল ফেরেস্তা এরূপ মুমেনগণের তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি করিয়া থাকেন এবং তাহাদের চিরস্থায়ী সংস্পর্শের কারণে আত্মশুদ্ধির এই নিরবচ্ছিন্ন ধারা সদা জারী থাকে।

জামাত আহমদীয়ার যে ইতিহাস রূপায়িত হইয়া চলিয়াছে উহা ইস্তেকামাত বা অবিচল ধৈর্য ও স্থৈর্যের আদর্শ ও দৃষ্টান্ত এবং ফেরেস্তাগণের বিপুলধারায় নজুলের দ্বারাই রচিত ও রূপায়িত হইয়া চলিয়াছে।

বিশ্বের এমন কোন অঞ্চল নাই যেখানে আহমদীয়ত প্রবেশ ও বিস্তার লাভ করিয়াছে সেখানে আহমদীরা দৃঢ়তা ও স্থিরচিত্ততার মহান আদর্শ ও নমুনা প্রদর্শন করেন নাই।

তাশাহুদ ও তায়াওউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন :

আমি বিগত জুময়ার খোৎবায় কুরআন করীমের এই সুসংবাদটির কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম যে, খোদাতায়ালার যে সকল বান্দা তাঁহার পথে ইস্তেকামত বা দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন খোদা-তায়ালা তাঁহাদের উপর বিপুলধারায় ফেরেস্তাদিগকে নাযেল করিয়া থাকেন যাহারা তাহাদিগকে স্বস্তি ও সান্ত্বনা দিয়া থাকেন, দুর্ভাবনাগ্রস্থ না হওয়ার হেদায়ত দান করেন এবং ভয়-ভীতি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া পড়ার পয়গাম দিয়া থাকেন। উহারা তাহাদিগকে বলেন যে, 'আমরা তোমাদের নিকট আসিয়াছি কিন্তু তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবার জন্য আসি নাই বরং আমরা এখন তোমাদের সহিত চিরকাল থাকিব, এই জগতেও এবং ইহকালীন জীবনের অবসান ঘটিয়া যাওয়ার পরও।

আমি সংক্ষেপে ইহাও উল্লেখ করিয়াছিলাম যে, এই সকল ফেরেস্তা বিভিন্ন রূপও আকৃতিতে বিভিন্ন মার্গ ও শ্রেণীর লোকদিগের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকারের সুসংবাদ লইয়া আসেন।

ইসলামের ইতিহাস হইতে প্রমাণিত যে, এই সকল ফেরেস্তা রূপান্তর গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং বাহ্যিক চর্মচক্ষুর দ্বারাও পরিদৃষ্ট হইতে আরম্ভ করেন। কখনও এই ফেরেস্তাগণ স্বপ্নে প্রকাশিত হন এবং স্বপ্নযোগে যে সকল পয়গাম দান করেন সেগুলি অক্ষরে অক্ষরে অবিকলরূপে পূর্ণ হয়। কখনও এই সকল ফেরেস্তা স্বস্তি ও প্রশান্তি স্বরূপে মানবহৃদয়ে নাযেল হন এবং এক অবিচল ও পূর্ণ বিশ্বাসের রূপধারণ করিয়া হৃদয়ে আসন গাড়িয়া বসেন। এবং হৃদয়ে যে সুপ্রতিষ্ঠিত কথাটি আসন গাড়িয়া থাকে, উহা প্রতিকূল ও বিরূপ পরিস্থিতি সত্ত্বেও অনিবার্যরূপে পূর্ণতাপ্রাপ্তি ও বাস্তবায়িত হয়।

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন বদরের যুদ্ধে শরীক হইলেন তখন আল্লাহ্‌তায়ালার দেওয়া সুসংবাদ অনুযায়ী مسوّمين (মুসাওয়েমীন) ফেরেস্তারা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সাহাবীদের সাহায্যার্থে অবতীর্ণ হন। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মসাওয়েমীন (مسوّمين)-এর তফসীর করিয়াছেন এই যে, ইহারা হইল এইরূপ ফেরেস্তা যাহাদিগকে চেনা যাইবে, তাঁহাদের গায়ে যেন চিহ্নাবলী রহিয়াছে এবং তাহাদের কিছু আলামত ও লক্ষণ আছে যেগুলির দ্বারা তাহারা পরিচিত হইবে। (আল-দুররুল-মানসুর ২য় খণ্ড পৃঃ ৬৯-৭০ সুরা আলে-ইমরানের ১২৬ নং আয়াতের তফসীর দ্রষ্টব্য)।

সুতরাং সাহাবা-কেরাম (রাজিয়াল্লাহু আনহুম) বর্ণনা করেন যে, বদরের যুদ্ধে যে সকল ফেরেস্তা পরিদৃষ্ট হন তাহাদের মাথায় কালো রং-এর পাগড়ী ছিল এবং তাহাদের একটা ইউনিফর্ম ছিল। সাহাবীগণ যখন ঐ সকল ফেরেস্তাকে বিভিন্ন অবস্থায় ও পরিস্থিতিতে দেখিতে পাইয়া ছিলেন তখন তাহারা অবিকলভাবে কালো রং-এর পাগড়ীই পরিহিত ছিলেন। যখন বিক্ষিপ্ত বর্ণনা সমূহ সন্নিবিষ্ট হইল, তখন সকলই বিস্ময়াবিভূত হইলেন। কিন্তু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম مسوّمين (মুসাওয়েমীন)-এর যে তফসীর বা ব্যাখ্যা দান করিয়াছিলেন তদ্রুপ হওয়াই নির্ধারিত ছিল এবং অবিকল তাহাই ঘটিয়াছিল। তেমনিভাবে ওহোদের যুদ্ধে যে সকল ফেরেস্তাকে দেখা গিয়াছিল তাহাদের মাথায় চিহ্ন বা আলামত স্বরূপ লাল বর্ণের পাগড়ী ছিল। (আল-দুররুল মনসুর ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৯-৭০, সুরা আলে-ইমরানের ১২৬ নং আয়াতের তফসীর দ্রষ্টব্য)।

লাল বর্ণ কিছুটা দুঃখের পয়গাম বহন করিতেছিল কেননা যতখানি দুঃখ সাহাবাগণ ওহোদের যুদ্ধে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আহত হওয়ায় পাইয়াছিলেন, ততটুকু দুঃখ সাহাবাগণ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সমগ্র জীবনকালে কখনও পান নাই। একটির পর আর একটি দুঃখের সংবাদ তাঁহারা পাইতে থাকেন, তাঁহারা দুঃখে মুহ্যমান হইয়া পড়েন। সুতরাং ঐ যুদ্ধে ফেরেস্তাদের পরিচয় সূচক চিহ্নের ক্ষেত্রেও এমন একটি রং নির্বাচিত করা হইয়াছিল, যাহা ছিল দুঃখ, রক্ত এবং শোকের ইঙ্গিতবহ।

এই সকল ফেরেস্তাকে সাহাবাদের সমষ্টিগতভাবেও সাহায্য করিতে দেখা গিয়াছিল এবং ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও, আর এরূপ নাজুক অবস্থায় যে তখন কিরূপে কি ঘটিতেছে তাহা তাঁহারা বুঝিয়াও উঠিতে পারেন নাই। সুতরাং যখন হযরত আব্বাস (রাঃ) বন্দী হিসাবে নীত হইলেন, তখন আঁ-হযরত (সাঃ)-কে জানানো হইল যে, হযরত আব্বাসকে বন্দী অবস্থায় আনায়নকারী হইলেন আবু ইউস্‌র। হযরত আবু ইউস্‌র ছিলেন একজন ক্ষুদ্রাকৃতির শীর্ণকায় দুর্বল ব্যক্তি। (হয়তো তাঁহার উক্ত কুনিয়তেও সেই দিকেই ইশারা ছিল, কেননা يسر (ইউস্‌র) শব্দের অর্থ হইল সহজ অনায়াস-সাধ্য এবং আবুল-ইউস্‌র শব্দের অর্থ দাঁড়াইল এই যে, ইনি হইলেন আসানির পিতা বা হাল্কা-পাতলা সহজ সোজা মানুষটি, যাহাকে সকলই জব্দ করিতে পারে।। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাজ্জবের সহিত আবুল-ইউস্‌রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে আবুল-ইউস্‌র! তুমি তো হইলে অতি দুর্বল ও হালকা-পাতলা মানুষ এবং আব্বাস হইলেন অত্যন্ত মজবুত, শক্তি-শালী, মাংসল ও স্থূলকায় ব্যক্তি এবং একজন বিরাট যোদ্ধা। আমাকে বল, তুমি কেমন করিয়া তাঁহাকে কাবু করিয়াছিলে?" আবুল ইউস্‌র নিবেদন করিলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি কি কাবু করিয়াছিলাম তাঁহাকে? আসলে একজন বড়ই মজবুত ও শক্তিশালী ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে ধরিল এবং কাবু করিল, তারপর বাঁধিয়া আমার সোপর্দ করিয়া দিল। এইভাবে আমি তাঁহাকে লইয়া চলিয়া আসি। আমি তো কিছুই করি নাই।" হুজুর আকরাম (সাঃ) বলিলেন, 'কিছু তাহার চিহ্ন তো বর্ণনা—সে কিরূপ ব্যক্তি ছিল?' তিনি নিবেদন করিলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি তাহাকে কখনও পূর্বেও দেখি নাই এবং পরেও দেখি নাই। তবে তাহার এইরূপ চিহ্নাবলী ছিল।" হুজুর আকরাম (সাঃ) বলিলেন, ذلك امر ذلك عليه ملك كريم—'এক মহান ফেরেস্তা তোমার সাহায্য করিয়াছিল। এক সম্মানিত ফেরেস্তা ছিল, যাহাকে আল্লাহ্‌তায়ালা তোমার সাহায্যার্থে প্রেরণ করিয়াছিলেন।"

(খাসায়েসুল কুবরা', ১ম খণ্ড পৃঃ ২০২)

সুতরাং ফেরেস্তারা বাহ্যিক আকৃতিও ধারণ করিয়া পরিদৃষ্ট হইয়া থাকেন। যেমন, হযরত মরিয়ম (রাঃ) সম্পর্কে বলা হইয়াছে: فتمثل لها بشرا سويا (سورة مريم : ١٨)

অর্থাৎ, একজন ফেরেস্তা হযরত মরিয়মের জন্য এক অতি সুন্দর এবং সুষম ও সুঠাম দেহধারী মানবের রূপ ধারণ করিয়াছিল এবং ঐ রূপে তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল।

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় বিভিন্ন সময়ে সাহাবারাও ঐরূপ দৃশ্যাবলী অবলোকন করেন। সুতরাং একবার হুজুর আকরাম (সাঃ) এক মজলিসে উপবিষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় সেখানে এক অপরিচিত ব্যক্তি উপস্থিত হইল। সে 'আস-সালামু আলাইকুম' বলিল, কিছু প্রশ্ন করিল, আর তারপর হুজুর (সাঃ)-এর নিকট অনুমতি লইয়া বিদায় গ্রহণ করিল। সাহাবারা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইলেন, কেননা সে ব্যক্তি বাহিত হইতে আসিয়া ছিল কিন্তু তাহার চেহারায় কোন ক্লান্তির চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না—

কোন প্রকারের ধুলাবালিও ছিল না অর্থাৎ সফরের কোন লক্ষণই ছিল না, অত্যন্ত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরা ছিল। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সাহাবাগণকে বিস্মিত হইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা কি জান সে কে ছিল?" তাঁহারা নিবেদন করিলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমরা তো (তাহার বিষয়ে) কিছুই জানি না।" তিনি বলিলেন, 'এ ব্যক্তিটি ছিলেন জিব্রাইল, যিনি তোমাদিগকে শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে আমার নিকট প্রশ্ন করিতেছিলেন।' সুতরাং কোন কোন সাহাবী বাহিরে গিয়া দুর দুর পর্যন্ত গলিগুলিতে তাহাকে দেখার চেষ্টা করিলেন কিন্তু কোন মানুষের নাম-নিশানা পাইলেন না। (বোখারী কেতাবুল-ঈমান ; মিশকাত কিতাবুল-ঈমান)।

সুতরাং যখন একবার এই ফেরেস্তাগণ সাহাবাদের উপর নাজেল হইলেন তখন হইতে ক্রমাগত ঐ ধারা অব্যাহত থাকিল। তাহারা সাহাবাদের সঙ্গ ত্যাগ করিলেন না এবং হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পরেও তাহাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক জারী থাকিল, ব্যক্তিগতরূপেও এবং সমষ্টিগত ভাবেও। যেহেতু সাহাবাগণ অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন এবং ভীত থাকিতেন, যাহাতে অন্যেরা তাঁহাদের ঐ সম্পর্কের বিষয়ে জ্ঞত হইয়া তাঁহাদের মোকাম ও মর্যাদা সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সুধারণা পোষণ করিতে শুরু করিয়া না দেয়, সেজন্য সাহাবা সাধারণতঃ তাঁহাদের অভিজ্ঞানসমূহ বর্ণনা করিতেন না। কিন্তু কতক-গুলি সমষ্টিগত ধরণের ঘটনাও রহিয়াছে, যেগুলি সম্বন্ধে অন্যান্য বহু লোক সাক্ষী হইয়াছেন এবং সেগুলি ইসলামের ইতিহাসে সংরক্ষিত হইয়া চলিয়া আসিতেছে।

সুতরাং একবার উত্তর সীমান্তে যুদ্ধ চলিতেছিল। হযরত উমর (রাঃ) তখন মদীনায় (এক জুমার নামাযে) খোৎবা দিতেছিলেন। খোৎবা প্রদান কালে সহসা তিনি বলিলেন : يا ساريةَ الجبلَ—يا ساريةَ الجبلَ আর এইটুকু বলিবার পর পুনরায় খোৎবা দিতে শুরু করিলেন। পরে উপস্থিতবৃন্দের মধ্যে কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে আমীরুল মুমেনীন! আপনি উহা কি বলিয়াছিলেন?" হযরত উমর (রাঃ) বলিলেন, "খোৎবা প্রদান কালে হঠাৎ আমার সামনে রণাঙ্গনের সেই দৃশ্যটি ভাসিয়া উঠিল, যেখানে মুসল-মানগণ সারিয়া নামক জেনারেলের অধিনায়কত্বে লড়িতেছিল (সারিয়া তখন মুসলিম ফৌজের সেনানায়ক ছিলেন)। আমি দেখিলাম যে, তাহারা পাহাড় হইতে দুরে সরিয়া গিয়াছে এবং তখন দুশমন মুসলিম ফৌজকে ঘিরিয়া ফেলার আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল। (কেননা মুসলিম ফৌজদের মোকাবিলায় দুশমনদের সংখ্যা সাধারণতঃই বেশী থাকিত)। অতএব ঐ আশঙ্কার প্রেক্ষিতে সহসা স্বতঃস্ফূর্ত রূপে আমি সেনাপতিকে নির্দেশ দিলাম :

يا ساريةَ الجبلَ—يا ساريةَ الجبلَ

—"হে সারিয়া! পাহাড়ের পাদদেশে সরিয়া আইস, পাহাড়ের পাদদেশে সরিয়া আইস।"

কথাটি হইল এবং ফুরাইয়া গেল। উহার কিছুদিন পর সারিয়ার পক্ষ হইতে পত্র-বাহক চিঠি লইয়া উপস্থিত হইল। এবং উহাতে ঐ সমগ্র ঘটনাটি লিপিবদ্ধ ছিল! চিঠি-টির বিষয়-বস্তু ছিল এই যে. "হে আমীরুল-মুমেনীন। বিগত জুমুয়ার দিন এক আশ্চর্য-জনক ঘটনা হয়। আমরা বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবারের মধ্যবর্তী সারা রাত লড়িতে থাকি, এমন কি দিন হইয়া যায় এবং যুদ্ধ অব্যাহত থাকে, তারপর আমরা জুময়ার সময়ে প্রবেশ করি। সেই সময় আমাদের আশঙ্কা দেখা দেয়, আমরা শত্রুর হাতে পরাজয় বরণ করিব এবং পরাস্ত হইব। তখন আকস্মাৎ আমরা আপনার (হযরত উমর রা:-এর) আওয়াজ শুনিতে পাই: يا سارية الجبل—يا سارية الجبل এবং সমস্ত সৈন্যবাহিনী সেই আওয়াজ শুনিতে পাইয়াছিল। সুতরাং তাহারা তৎক্ষণাৎ পাহাড়ের পাদদেশ অভিমুখী হইল এবং এইরূপে তাহারা নিজেদের পৃষ্ঠদেশ নিরাপদ করিয়া লইল। (ক্ষুদ্র সেনা-বাহিনীর পক্ষে চতুর্দিকে যুদ্ধ করা কঠিন হইয়া থাকে; কোন না কোন দিক তাহাদের নিরাপদ হওয়া উচিত) এবং পিছন দিকটা নিরাপদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যতঃ পতনোন্মুখ ফৌজ সহসা বিজয়ী হইয়া পড়িল। এইরূপে ঐ যুদ্ধটি মুসলমানদের পক্ষে সাব্যস্ত হইল।"

(তারিখুল খামীস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭০-২৭১)

সুতরাং সেই খোদা, যিনি বদরের যুদ্ধে মুসমানদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি পরবর্তীতেও মুসলমানদিগকে স্বীয় সাহায্যের দ্বারা ভূষিত করিতে থাকেন। ঐ সকল ফেরেস্তা, যাঁহারা এই অঙ্গিকার করিয়াছিলেন:

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة (حم السجدة : ٣٢)

—('আমরা তোমাদের ইহকালেও তোমাদের বন্ধু হইয়া থাকিব এবং পরকালেও'—অনুবাদক)—তাঁহারা আর ইহকালীন জীবনে সাহাবাদের সঙ্গ ত্যাগ করিলেন না।

এ বিষয়টিই কোন বাহ্যিক দৃশ্য বা কাশ্‌ফ অথবা রো'ইয়া বা স্বপ্ন ব্যতিরেকেও চলিতে থাকে। কিন্তু এই প্রকারের ঘটনা—যেমন আমি বলিয়া আসিয়াছি—ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে বহুল সংখ্যায় যদিও পাওয়া যায় না, কিন্তু ইহা সত্বেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, বিপুল পরিমাণে এই ধরণের ঘটনা ক্রমাগত সংঘটিত হইয়া আসিয়াছে। কেননা জামাত আহ্‌মদীয়ার যে ইতিহাস রচিত ও রূপায়িত হইয়া চলিয়াছে উহাতে আমরা যখন এত বিপুল ধারায় ফেরেস্তাদিগকে অবতীর্ণ হইতে দেখিতে পাই, তখন ইহা অসম্ভব যে, সাহাবা-দের পদাঙ্ক অনুসরণের কল্যাণ প্রসাদে এখানে তো বিপুলভাবে ফেরেস্তারা অবতীর্ণ হইতেছেন কিন্তু নায়ুজুবিল্লাহ সাহাবাদের জীবনে অবতীর্ণ হন নাই- এরূপ কখনও হইতে পারে না।

এমন কোন দেশ নাই যেখানে আহ্‌মদীয়তের ইতিহাস তৈরী হইতেছে কিন্তু সেখানে এই ধরণের ঘটনাবলী ছড়াইয়া পড়ে নাই। যেমন, কোন কবি বলিয়াছেন:

چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے داستاں میری

(—'উদ্যানে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে আমারই কাহিনী'—অনুবাদক)।

তেমনি আহ্‌মদীয়তের উদ্যানে এই সকল ঈমানবর্ধক দৃশ্য সর্বত্র বিপুল সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। দুনিয়ার এমন কোন অঞ্চল বা ভূ-খণ্ড নাই যেখানে আহমদীয়ত প্রবেশ ও বিস্তায় লাভ করিয়াছে, সেখানে আহমদীগণ দৃঢ়তা ও স্থিরচিত্ততার মহান আদর্শ ও দৃষ্টান্তসমুহ স্থাপন করেন নাই, আর তারপর সেখানে আল্লাহ্‌তায়ালার নিম্নরূপ ওয়াদাটি বড়ই শান ও মর্যাদার সহিত পূর্ণ হয় নাই ঃ—

تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التى كنتم توعدون - (حم السجدة ٤ : ٣١)

[—"তাহাদের উপর ফেরেস্তাগণ (তাহাদিগকে ইহা বলিবার জন্য) অবতীর্ণ হয়, 'তোমরা ভীত হইবে না এবং চিন্তান্বিতও হইবে না, এবং তোমরা সেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর যাহার ওয়াদা তোমাদিগকে দেওয়া যাইতেছে—অনুবাদক]

আহ্‌মদীয়া জামাতের অন্যতম মোবাল্লেগ মৌঃ রহমত আলী সাহেব তাঁহার জীবনের বৃহদংশ ইণ্ডোনেশিয়াতে ইসলাম-সেবায় এমতাবস্থায় অতিবাহিত করিয়াছেন যে, পিছনে যুবতি স্ত্রী বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহার কালো চুল সাদা হইয়া পড়ে এবং শিশু-সন্তানরা যুবকে পরিণত হয়। হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) বলিতেন, কোন কোন সময় বাচ্চারা মায়ের নিকট তাহাদের পিতার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতো, বিশেষতঃ একটি বাচ্চা যে অপেক্ষাকৃত ছোট ছিল সে তাহার মাকে বিরক্ত করিত এবং বলিত, 'আম্মী, অন্যদের পিতারা আসেন এবং তাহাদের জন্য জিনিস-পত্র আনেন ; আমার আব্বা কোথায় ? তিনি কখনও আসেন না।" তাহার মায়ের কণ্ঠ ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িত, সেজন্য তিনি কথা বলিতে পারিতেন না এবং যেদিকেই ইণ্ডোনেশিয়া অবস্থিত আছে বলিয়া তিনি ধারনা করিতেন সেই দিকে ইশারা করিয়া বলিতেন, "তোমার পিতা ঐ দিকে আছেন, সেখান হইতে কোন দিন আসিবেন।" ইতাবসরে সেই বাচ্চা জওয়ান হইল এবং বালাকালে পিতার স্নেহের যে ছায়া হইয়া থাকে উহা হইতে বঞ্চিত থাকিয়া সে যুবকে পরিণত হইল। যত আজিমুশ-শান কুরবানী কোন খান্দান বা পরিবার খোদাতায়ালার পথে দিয়া থাকে, তত শান ও মর্যাদার ফেরেস্তাগণ তাহাদের উপর অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তিনি (মৌঃ রহমত আলী সাহেব) ঐ সকল ব্যক্তির অন্তর্গত ছিলেন, যাহাদের মুখনিঃসৃত কথাকে খোদাতায়ালা অনেক সময় সত্যরূপে বাস্তবায়িত করিয়া দেখান ! ইহারা প্রথমে কথা বলেন, এবং ফেরেস্তাদিগকে পরে তাহাদিগকে অনুসরণ করার আদেশ দেওয়া হয়।

সুতরাং মৌঃ রহমত আলী সাহেব ইণ্ডোনেশিয়ায় যে মহল্লায় বসবাস করিতেন সে গোটা মহল্লাটি শুধু কাঠের তৈরী ঘর-বাড়ীতে পরিপূর্ণ ছিল। একবার সেখানে এরূপ ভয়াবহ আগুন ধরিয়া গেল যে উহা ছড়াইতে ছড়াইতে বাতাসের গতি ও প্রবাহ অনুযায়ী মৌলনা সাহেবের গৃহের দিকে ধাবিত হইয়া পড়িল। জামাতের হয়রান পেরেশান মেম্বরগণ সেখানে পৌঁছিলেন এবং তাঁহাকে বহু অনুনয়-বিনয় সহকারে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "মৌলবী সাহেব ! আপনি এই জায়গাটি ছাড়িয়া দিন। কমপক্ষে জিনিস-পত্রই বাহির করিয়া লউন। পরে মানুষ তো

শীঘ্র দৌড়াইয়াও বাহির হইয়া যাইতে পারে। ইহা অত্যন্ত ভয়নাক আগুন যাহা কোন কিছুকেই ছাড়িবে না। তদুপরি বাতাসের গতি ও অভিমুখ এরূপ যে অনিবার্যরূপে উহা আপনার গৃহ পর্যন্ত পেঁৗছিবেই।" মৌলবী সাহেব বলিলেন, "এ জায়গাটি ছাড়িবার প্রশ্নই উঠে না। আমি তো সেই প্রভুর গোলাম, যাঁহার সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন যে, آگ ہماری غلام بلکہ ہمارے غلاموں کی بھی غلام ہے অর্থাৎ —"আগুন আমাদের গোলাম, বরং আমাদের গোলামদেরও গোলাম" (তায্‌কেরা, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ৩৯৭—অনুবাদক)। সেজন্য এই আগুন আমার কোন কিছুই ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না।"

ইহা একটি অনেক বড় দাবী ছিল, কিন্তু ছিল একজন অনেক বড় মুমেনের মুখ নিঃসৃত দাবী। এমন এক মুমেনের মুখ নিঃসৃত দাবী ছিল যে তাঁহার ন্যায় মুমেনদের সম্বন্ধেই হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিম্নরূপ সুসংবাদ রহিয়াছে:

رب اشعث اغبر..........لو اقسم على الله لابره

(الجامع الصغير جزء اول ص ۵۷)

—"সাবধান, খোদাতায়ালার এরূপ দরবেশ বান্দারাও আছেন, যাহারা বিক্ষিপ্ত ও ধূলা-মাখানো কেশ-বিশিষ্ট হইয়া থাকেন কিন্তু তাঁহারা যদি খোদার শপথ করিয়া কোন কথা বলিয়া ফেলেন তাহা হইলে খোদাতায়ালা নিশ্চয়ই তাঁহাদের শপথকে পূর্ণ করিয়া থাকেন।"

ইণ্ডোনেশিয়ার ইতিহাসের ইহা একটি গৌরবোজ্জল ঘটনা যে, সেই আগুন ক্রমশঃই অগ্রসর হইতে থাকে এবং সকল ঘর-বাড়ী গ্রাস করিয়া ফেলে কিন্তু যখন উহার লেলীহান শিখা মৌলবী সাহেবের গৃহকে স্পর্শ করিতে আসে তখন সহসা এত মুষলধারে বৃষ্টি পাত হয় যে, চোখের নিমিষে সেই অগ্নি-শিখা ভস্মীভূত হইয়া যায় এবং আগুন গৃহটির লেশমাত্রও ক্ষতি সাধন করিতে পারে নাই। সেই আগুন, যাহা অন্য সব জিনিসকে ভস্মীভূত করে, উহা খোদাতায়ালার রহমতের বারিবর্ষণের ফলে নিজে ভস্মীভূত হইয়া যায়।

সুতরাং ফেরেস্তাদের এই নজুলও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যাহা হৃদয়-কন্দরে প্রবিষ্ট হয় এবং সেখানে গিয়া আসন গাড়িয়া বসিয়া পড়ে এবং এরূপ অবিচল দৃঢ়তা দান করে যে, পরবর্তীতে ফেরেস্তা যেন সে ব্যক্তি হইয়া যায় যে কথা বলে, এবং ফেরেস্তারা তাহাকে অনুসরণ করে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার তকদীর তাহাদিগকে বাধ্য করে যেন তাঁহারা ঐরূপ বান্দাদের কথাকে সত্যরূপে বাস্তবায়িত করিয়া দেখান।

ফেরেস্তাদের এই প্রকার নজুলের অগণিত ঘটনা রহিয়াছে, যেগুলি বড়ই আজিমুশ-শান ও মনমুগ্ধকর এবং আহমদীয়তের ইতিহাসের অন্যতম অমূল্য সম্পদ। আমি কয়েক বৎসর পূর্বে এরূপ ঘটনাবলী একত্রিত করিতে শুরু করিয়া করিয়াছিলাম। আজ ঐগুলির মধ্যে দুইটি ঘটনা আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করিতেছি।

কোন একটি দেশে, একটি গ্রামে একজন আহমদী মহিলা ছিলেন। তাঁহার তিন অথবা চারজন বিভিন্ন বয়সের সন্তান ছিল এবং তাহারা প্রায় যুবক হইয়া উঠিয়াছিল। যদিও

গ্রামটিতে আহমদীদের শুধু ঐ একটিই গৃহ ছিল কিন্তু উহা এরূপ একটি পরিবার ছিল যে গ্রামবাসীদের উপর তাহাদের বিপুল এহ্‌সান ছিল। বড়ই সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবার হিসাবে তাহারা গণ্য হইত। ঐ সকল এহ্‌সান ও অনুগ্রহের কারণ বশতঃ গ্রামবাসীদের দৃষ্টি সদা এ খান্দানের লোকদের সামনে নত থাকিত। সেজন্য গ্রামবাসীদের পক্ষ হইতে তাহাদের কোন আশংকা ছিল না। তাহাদের শারাফৎ ও ভদ্রতা তাহাদের চারিপার্শে যেন সতর্ক প্রহরীর কাজ করিতেছিল। কিন্তু যখন বাহির হইতে হামলা চালানোর উদ্দেশ্যে যূথ বাঁধিয়া একদল লোক আসিল, তখন গ্রামবাসীরা তাহাদের নিরাপত্তার আস্বাস প্রত্যাহার করিল। তাহারা বলিল, "এই হামলার মোকাবিলা করার শক্তি আমাদের নাই, সেজন্য তোমরা এখান হইতে বাহিরে পলায়ন করার চেষ্টা কর এবং যেখানেই নিরাপদ আশ্রয় পাওয়া যাইতে পারে সেখানে চলিয়া যাও।" সেই আহমদী মহিলা বলিলেন, "কিসের আবার পলায়ন? এ জায়গা ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। খোদার খলিফার আওয়াজ আমার কাণে পৌঁছিয়াছে যে, নিজেদের গৃহে বসিয়া থাক এবং বাহির হইও না।' সেজন্য আমার সকল সন্তানও যদি কোরবান হইয়া যায়, তবুও আমি এখান হইতে কোথায়ও যাইব না।"

তারপর তিনি এক অদ্ভুত কাজ করিলেন। যেদিন আক্রমণের আশংকা ছিল অর্থাৎ সংবাদ ছিল যে যৌথ হামলা চালানো হইবে, সেই দিন সকালে তিনি তাঁহার সন্তান দিগকে উত্তম কাপড় পরাইলেন যাহা ঈদ অথবা বিবাহ-সাদি উপলক্ষে পরা হয়। তারপর তিনি যেমন শেমাই রান্না করিলেন, যাহা আমাদের এখানেও সাধারণতঃ ঈদ উপলক্ষে রান্না করা হয় এবং ছেলেদিগকে খুব সুন্দর ভাবে সাজাইয়া এবং উত্তমরূপে খাওয়া-দাওয়া করাইয়া মা বলিলেন, "হে পুত্রগণ! এখন হামলা হইবে। তোমরা আমার জওয়ান পুত্র। তোমাদের মধ্যে কেহও যদি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া জীবিতাবস্থায় ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে আমি তাহাকে আমার বুকের দুধ ক্ষমা করিব না। যেরূপে আমি তোমাদের আজ ঈদ উদযাপন করিয়াছি, তোমরাও ঈদ উদযাপন করিও। খোদার পথে হাসিতে হাসিতে এবং নিজেদের বুকে আঘাত লইয়া প্রাণ বিসর্জন করিও, পৃষ্ঠ-দেশে আঘাত লইয়া নয়।" এইরূপে তিনি তাঁহার চারি পুত্রকে খোদাতায়ালার হুজুরে পেশ করিয়া দিলেন। কিন্তু تتنزل عليهم الملائكة—সম্বলিত ঐশী ওয়াদা এরূপ শানের সহিত তাঁহার ক্ষেত্রে পূর্ণ হইল যে, বিভিন্ন গ্রামের ঐ যৌথ দলটি গ্রামের নিকটে আসিয়া একটা ভিত্তিহীন জনরবের ফলশ্রুতিতে ফিরিয়া গেল। হামলাকারীদের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিয়াছিল যে, এখানে যে আহমদী পরিবারটি রহিয়াছে তাহাদের অনেক সঙ্গী-সাথী আছে, যাহারা অস্ত্রে-সস্ত্রে সুসজ্জিত এবং বড়ই মারাত্মক ধরণের অস্ত্র তাহাদের নিকট সুরক্ষিত আছে। সেজন্য তাহাদের দুই-চার জন মারা গেলেও তোমাদের একশত বা দেড় শত লোক মরা পড়িবে। এমতাবস্থায় তোমরা এখনও যদি আক্রমণ করিতে চাও, করিতে পার।" কিন্তু এই ভিত্তিহীন উড়ো-খবর শুনিয়া হামলা না করিয়াই তাহারা ফিরিয়া যায়।

যে এলাকার কথা আমি বলিতেছি, সেখানকার লোকজন অত্যন্ত সাহসী এবং যোদ্ধা। সেজন্য তাহারা এমনিতেই ফিরিয়া যায় নাই। ইহা তাহাদের মনের ভয়ই ছিল না বরং ইহা ছিল ঐশী হস্তক্ষেপ, যাহার ফলশ্রুতিতে জন-রব বা উড়ো-খবর তাহাদের মধ্যে ঐরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটায় এবং আল্লাহ্‌তায়ালার ফেরেস্তারাই ছিলেন, যাহারা তাহাদের লাগাম ঘুরাইতে-ছিলেন। আর যখন খোদাতায়ালার ফেরেস্তাগণ কোন জাতির লাগাম ঘোরাইয়া দেন তখন আর সেই অভিমুখে তাহাদের চলার ক্ষমতা থাকে না।

তেমনি আর একটি জায়গায় একজন আহ্‌মদী বিধবা ছিলেন, যিনি একেবারে একাকী বাস করিতেন। তাঁহার কোন ছেলেমেয়েই ছিল না, মাত্র একজন পুত্র ব্যতীত, আর সেও ছিল নিরুদ্দেশ। যখন তাঁহার চতুর্দিকে আহমদীদের বাড়ী-ঘর জ্বলিতে এবং লুট হইতে শুরু হইল তখন তাঁহার অন্তরে বড়ই আপেক্ষের সৃষ্টি হইল—'ইহারা আমার অভিমুখী কেন হইতেছে না? আমার ঈমান কিবা দুর্বল, সেজন্য খোদাতায়ালা আমাকে এই পরীক্ষায় ফেলিতেছেন না।' তিনি এত উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন যে বাহিরে যাইয়া চৌরাস্তায় চীৎকার করিতে লাগিলেন যে, 'হে জালেমগণ! তোমরা কি আমার ঈমানে কোন দুর্বলতা দেখিতে পাইয়াছ যে তোমরা আমাকে লুট করিতে আসিতেছনা? খোদার কসম! আমিও একজন আহমদী এবং ইমাম মাহদী (আঃ)-কে সত্য ও সাচ্চা বলিয়া বিশ্বাস করি। আর অন্য সকল আহমদীর ঘর-বাড়ী লুট করিয়া তোমরা যখন তাহাদের হৃদয়কে স্নিগ্ধোজ্জল করিতেছ, তখন আমার গৃহও লুট কর।" এত আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, গাম্ভীর্য ও পবিত্রতায় ভরপুর ছিল তাঁহার এই চীৎকার যে, কয়েকদিন পরেই আক্রমণ চলিল এবং গৃহটিকে উহার যাব-তীয় আসবাব-পত্রসহ ভস্মীভূত করা হইল এবং গৃহটি প্রায় বিধ্বস্ত ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইল। কিন্তু তিনি প্রাণে বাঁচিয়া গেলেন। হামলা বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। কোন কোন সময় জুলুম একটি বিশেষ সীমাকে অতিক্রম করে না। সুতরাং হামলাকারীরা সেই বৃদ্ধার উপর আক্রমণ করে নাই। কিন্তু গৃহটি অগ্নিদগ্ধ হওয়ার ঘটনায় তিনি অত্যন্ত আশ্বস্ত ও আনন্দিত ছিলেন, বরং তাঁহার সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তিনি এতই আনন্দ প্রকাশ করিলেন যে, কোন কোন অনুসন্ধিৎসু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বিবি, তুমি কি পাগল হইয়া গিয়াছ?" তিনি বলিলেন, "আমি পাগল হই নাই। আমি দেখিয়াছি যে, আমার অমুক আত্মীয় অমুক সময় লুণ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার মাত্র একটা চত্তর ছিল এবং ব্যবসাও অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত ছিল! আর এখন সে লক্ষপতি এবং পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ও অনেকগুণ বেশী কুরবানী পেশ করিয়া চলিয়াছে। সুতরাং আমি তো এই ধারায় খোদাতায়ালার ফজল ও কৃপা বর্ষিত হইতে দেখিয়াছি। অতএব, আমি এজন্য আনন্দিত যে আমার উপরও আল্লাহতায়ালার কোন বিশেষ ফজল ও অনুগ্রহ নাজিল হইতে চলিয়াছে।"

উক্ত ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই তাঁহার সেই পুত্র, যে কোথাও চলিয়া গিয়াছিল এবং কয়েক বৎসর যাবৎ নিরুদ্দেশ ছিল—এমতাবস্তায় সে ফিরিয়া আসিল যে, সে বাহিরে প্রচুর অর্থ

উপার্জন করিয়াছিল। প্রথমতঃ মায়ের জন্য সব চাইতে বড় সম্পদ তাহার সন্তানই হইয়া থাকে, আবার সেও ছিল হাড়ানো পুত্র। কিন্তু খোদাতায়ালা ঐ টুকু সম্পদেই ক্ষেন্ত দেন নাই বরং একটি অতি উত্তম অট্টালিকার সম্পদেও তাঁহাকে ভূষিত করিলেন। তাঁহার পুত্র আসিয়া যখন গৃহটিকে বিধ্বস্ত অবস্থায় দেখিল. তখন সে বলিল, "মা! আমি তো চিন্তা করিয়া আসিয়াছিলাম যে, পুরাণ গৃহটিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আপনার জন্য একটি নতুন গৃহ নির্মান করাইয়া দিব এবং এইরূপে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবে। আমার মনে আপনার সেবা-যত্ন করার বহু আকাঙ্খা ছিল এবং আছে। আল্লাহতায়ালার কত যে এহসান, এই গৃহটিকে ভাঙ্গিতে আমাকে কোন খরচই করিতে হইল না! এখন ইহাকে demolish করিতে. উপড়াইয়া ইহাকে সরাইতে ইত্যাদি বাবদ অনেক কম পরিমাণ টাকাই খরচ পড়িবে। সুতরাং আল্লাহতায়ালা কত ফজল করিয়াছেন!" সুতরাং সে ঐ জায়গায় একটি অতি মনোরম ও উত্তম গৃহ তাহার মাকে নির্মান করাইয়া দিল।

এই শ্রেণীর ঘটনাবলী অতি বিপুল সংখ্যায় পাওয়া যায়। সেগুলি সংরক্ষিত ও অসংরক্ষিত অবস্থায় রহিয়াছে। কিছু তো সমষ্টিগত ভাবে পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ হইয়া পড়িয়া আছে, আর এমন অসংখ্য ঘটনা আছে যেগুলি জামাতসমূহে বিক্ষিপ্তরূপে ছড়াইয়া আছে, এবং সে গুলিকে সংরক্ষণ করার প্রয়োজন রহিয়াছে।

এই প্রকারের ঘটনাবলী বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে হইল এই যে, জামাতের নিকট এগুলি হইল এক পবিত্র আমানত, এবং আশংকা দাঁড়াইয়াছে যে. আজ যদি এই আমানতের হেফাজত না করা হয় তাহা হইলে ইহা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। ইহা আপনাদের সন্তানদের আমানত। ইহা আপনাদের ভবিষ্যতকালের আমানত। এগুলি হইল কুরবানীকারীদের গচ্ছিত আমানত, যাহাদের নামকে জীবিত রাখা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। জীবিত জাতিবর্গ খোদাতায়ালার পথে কুরবানী দানকারীদের পবিত্র স্মৃতিকে কখনও মৃত বা ম্লান হইতে দেয় না, বরং সেগুলিকে চিরসজীব করিয়া রাখে. যাহাতে কিয়ামতকাল ব্যাপী ভবিষ্যৎ বংশধর যেন তাহাদিগকে সদা দোওয়া দিতে থাকে।

সুতরাং এ ধরনের ঘটনাবলী যে যে আহ্‌মদীরই জানা আছে সে নেজ মের অধীনে নির্দিষ্ট সাক্ষী-প্রমাণ সহকারে এগুলিকে সেলসেলার কেন্দ্রে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবে। এই প্রসঙ্গে এরূপ ঘটনাবলী চাই, যেগুলিতে সবর ও ধৈর্য এবং ইস্তেকামত ও দৃঢ়তার দিকটিও যেন থাকে এবং সেই সঙ্গে ফেরেস্তাদের নজুলের দিকটিও বিদ্যমান থাকে। এই ক্ষেত্রে কোন একটি দেশকে লক্ষ্য করিয়া আমি কথা বলতেছি না, বরং বিশ্বব্যাপী যেখানেই জামা ত আহ-মদীয়া কায়েম আছে—সকল জামাতকেই লক্ষ্য করিয়া আমি ইহা ঘোষণা করিতেছি। খোদাতায়ালার ফজলে জগতের অধিকাংশ দেশে আহমদীরা বিদ্যমান রহিয়াছে—এবং ইহা একটি বাস্তব সত্য যে, আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে আজ জামাত আহ্‌মদীয়ার উপর সূর্য অস্তমিত হয় না। অতএব, ঐ সব দেশের আহমদীদের সম্বোধন করিয়া আমি বলিতেছি যে, তাঁহারা

তাহাদের পিতৃপুরুষদের নিকট হইতে যাহা কিছুই শুনিয়াছেন, তাহাও সংরক্ষিত করুন এবং যাহা কিছু তাঁহারা নিজেরা সচক্ষে দেখিয়াছেন তাহাও সংরক্ষণ করুন। তারপর যতদূর সম্ভবপর হয়, সাক্ষী-প্রমাণের দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া এবং জামাতের ওহ্‌দেদারদের তসদীক সহকারে (এবং কোথায়ও যদি জামাত না থাকে তাহা হইলে ঐরূপেই) কেন্দ্রকে সেগুলির দ্বারা অবহিত করুন এবং দোওয়া করুন যেন আল্লাহ্‌তায়ালা হিংস্রুকদের অনিষ্ট হইতে নিরাপদ রাখেন। এই চেষ্টাও করুন যেন এই সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া সুরক্ষিত পদ্ধতিতে প্রেরণ করিতে পারেন. যাহাতে এই অমূল্য সম্পদ যেন নষ্ট হইতে না পারে।

ইহারাই হইল ঐ সকল লোক, যাহাদের সম্বন্ধে—যেমন আমি বর্ণনা করিয়াছি—আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন: تتنزل عليهم الملئكة।—"ফেরেস্তাগণ তাহাদের উপর অবতীর্ণ হয়") এবং ফেরেস্তাদের এই ওয়াদা যে 'আমরা তোমাদের সঙ্গে থাকিব'—সেই ওয়াদা তাহাদের সপক্ষে পূর্ণ করা হয়।

কিন্তু এই ওয়াদাটির আর এক দিক দিয়াও পূর্ণ হইয়া থাকে, যাহা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং উহাই হইল মোক্ষম ও অভীষ্ট লক্ষ্য। সে দিকটি হইল এই যে, ফেরেস্তাগণ যাহাদের বন্ধু হইয়া থাকেন, তাহারা ঐ সব ব্যক্তির তায্‌কিয়া বা 'আত্মশুদ্ধি' করিয়া থাকেন। তাহাদের 'নফস' বা আত্মা পূর্বাপেক্ষা পবিত্রতর হইতে থাকে। কেননা এমনটি কখনও হইতে পারেনা যে ফেরেস্তারা অপবিত্র ও নোংরা লোকদের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া বসেন। এবং এই যে ওয়াদা রহিয়াছে যে, 'আমরা তোমাদের সঙ্গ ছাড়িব না"—ইহাতে এই সুসংবাদও নিহিত আছে যে, পরীক্ষার আবর্তনের মধ্য দিয়ে যে সকল জাতি অতিবাহিত হয় তাহাদের তায্‌কিয়া-নফস বা আত্মশুদ্ধি সাধিত হয়, যাহা অব্যাহত এবং কায়েম থাকে। উহা এরূপ সৎকর্ম (আ'মালে সালেহা)-এর রূপ পরিগ্রহ করে, যাহা আর তাহাদিগকে ছাড়িয়া যায় না। ইহার স্বভাবিক ফল বা সিদ্ধান্ত টানা হইয়াছে এইরূপে যে—ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا

—ইহারা হইল ঐ সকল লোক, যাহারা পরীক্ষামূলক বিপদাবলীর চাকার নিষ্পেষনের মধ্য দিয়া সাফল্যের সহিত অতিক্রান্ত হন। ইহারা ফেরেস্তাদের সঙ্গ লাভ করেন। ফেরেস্তারা বলেন, 'আমরা তোমাদের বন্ধু।' অর্থাৎ ইহার জন্য গর্ব বোধ করিয়া থাকেন ফেরেস্তারা; ঐ সকল বান্দারা নয়। ইহা এক আশ্চর্য ধরনের বাকভঙ্গী। বড় মানুষের নিকট সর্বদা ছোট মানুষেরা আসিয়া থাকে। তাহাদের খেদমতে হাজির হইয়া বলে যে, 'আমরা তোমাদের বন্ধু।" অতএব, খোদাতালার ফেরেস্তারাও অনুরূপভাবে ঐ সকল ব্যক্তির নিকট আসেন এবং বলেন, "খোদাতায়ালা আমাদিগকে এ উদ্দেশ্যে তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন যে আমরা যেন আমাদের বন্ধুত্ব তোমাদের সমীপে পেশ করি, এবং তোমরা আমাদের বন্ধুত্বে সদাসর্বদা বিশ্বস্ততাই দেখিতে পাইবে। আমরা কখনও তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করিব না।"

ইহার একটি স্বাভাবিক ক্রিয়া বা ফল দাঁড়ায় এই যে, সৎকর্ম বা আমলে-সালেহ তাহাদিগ হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না। তাহাদের মধ্যে যে পবিত্র পরিবর্তন সমূহ সূচিত হয় সেগুলি

তাহাদের সঙ্গ কখনও ত্যাগ করে না। যাহাদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সমূহ তাহাদের সঙ্গ ছাড়িয়া দেয় তাহাদের উপর প্রকৃত প্রস্তাবে, ফেরেস্তারা নাজেল হয় না। এ দুইটি বিষয় পরস্পর ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। সেজন্য যে জাতি পরীক্ষা ও সংকটাবলী অতিক্রম করিয়া সাময়িক ভাবে ইস্‌লাহ বা সংস্কারপ্রাপ্ত হয় এবং কিছুদিন পর পুনরায় পাপে লিপ্ত হইয়া পড়ে, তাহাদের উপর نحن اولياء كم فى الحيوة الدنيا وفى الاخرة

('আমরা এই দুনিয়ার জীবনেও এবং আখেরাতেও তোমাদের বন্ধু হইয়া থাকিব')—কুরআনী আয়াতের প্রয়োগ হয় না। কেননা খোদাতায়ালার কথা কখনও মিথ্যা সাব্যস্ত হইতে পারে না এবং উক্ত আয়াতে যেমন বর্ণিত হইয়াছে, ফেরেস্তাদের সঙ্গ সাময়িক নয়! তাঁহারা এরূপে আসেন না যে পুনরায় চলিয়া যান এবং যে সকল পুণ্য তাঁহারা সঙ্গে আনয়ন করিয়াছিলেন তাহাও নিজেদের সঙ্গে ফিরাইয়া লইয়া যান। বরং এই আয়াত ঐ সকল লোকের সম্বন্ধেই নাজেল হইয়াছে, যাহাদের মধ্যে আ'মলে সালেহা বা সৎকর্মে স্থিতিশীলতার সৃষ্টি হয়।

তারপর, উক্ত শ্রেণীর লোকদের কথাই এ আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে:

ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا

অর্থাৎ—এখন বল তো, তাহাদের চাইতে অধিক প্রিয় কথা বলিতে পারে এমন ব্যক্তি দুনিয়াতে আর কে বা হইতে পারে? যাহারা নিজেদের 'আ'মালে সালেহা'র দ্বারা সপ্রমাণ করিতেছেন যে তাহারাই হইলেন নেক এবং খোদা-ওয়ালা লোক, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, অভিজ্ঞ, যাহারা বিপদাবলীকে নির্ভিক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং বিপদাবলীর তিক্ততাকে সহ্য করিয়াছেন। আর তারপর সেই তিক্ত বৃক্ষগুলিতে খোদাতায়ালার রহমতে যে সকল সুমিষ্ট ফল ধরিয়াছে সেগুলির স্বাদ তাঁহারা উপভোগ করিয়াছেন। সেজন্য তাহাদের চাইতে প্রিয় ও উত্তম কথা আর কে বলিতে পারে?

ইহার পর আর একটি দৌর, আর একটি অধ্যায় শুরু হয়। উহা কি? উহা পরবর্তী আয়াতগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে। এখন যেহেতু সময় বেশী হইয়া যাইতেছে এবং একই খোৎবায় ঐ আয়াতগুলির বিভিন্ন দিক বর্ণনা করা যায় না, সেজন্য এই মজমুন ইনশা-আল্লাহ আগামী খোৎবায় বর্ণনা করিব।

দ্বিতীয় খোৎবা পাঠ কালীন হুজুর বলেন:

আমি একটি কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, এবং তাহা এই যে, আমি ইনশা-আল্লাহ কয়েকদিন কিম্বা কিছু কালের জন্য বাহিরে যাইতেছি। ঐ সময়ে নাজেরে-আ'লা সাহেবজাদা মির্যা মনসুর আহমদ সাহেব আমীরে মোকামী হইবেন। আপনারা দোওয়া করিতে থাকুন, আল্লাহতায়ালা যেন এই সফরটিকে সফল ও কামিয়াব করেন, এবং আমি দোওয়া করিতে থাকিব, আল্লাহতায়ালা যেন আপনাদিগকে সদা নিজের হেফাজত, শান্তি ও নিরাপত্তার আশ্রয়ে এবং পেয়ার ও প্রীতির ছায়াতলে রাখেন। আমীন।

(আল-ফজল ৮ই মে ১৯৮৩ ইং)

অনুবাদ: মোঃ **আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ**

পবিত্র কুরআন ও বিজ্ঞান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২। বিশ্বসৃষ্টি-তত্ত্ব

কিভাবে এই মহা-বিশ্ব তথা গ্যালক্সীসমূহ এবং গ্যালাক্সীর অন্তর্নিহিত নক্ষত্ররাজি, গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতি সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই সৃষ্টির কর্ম-কাণ্ড ঘটে চলেছে সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীগণ প্রধানতঃ তিন প্রকারের মত পোষণ করেন। প্রথম মতবাদ Steady steate Theory' বা স্থির অবস্থা সম্পর্কিত তত্ত্ব' অনুযায়ী বিশ্ব সদা-সর্বদা একই হারে বিস্তৃতি লাভ করছে এবং নতুন পদার্থ তৈরী হয়ে চলেছে অবিরতভাবে। দ্বিতীয় মতবাদ Big Bang Theory' বা মহা বিস্ফোরণ তত্ত্ব অনুযায়ী বিশ্বের সৃষ্টি শুরু হয়েছিল একটি প্রকাণ্ড বিস্ফোরণের মাধ্যমে এবং গ্যালাক্সীসমূহ অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত প্রসারিত হতে থাকবে এবং কখনই তারা কল্পিত কোন কেন্দ্র বিন্দুতে প্রত্যাবর্তন করবে না। তৃতীয় মতবাদ 'Pulsating Universe Thoeory' বা স্পন্দমান বিশ্ব-সৃষ্টি তত্ত্ব' অনুযায়ী পূর্ববর্তী কোন সুসংবদ্ধ স্তূপীকৃত বস্তুরাশি হতে সকল পদার্থ বিভিন্ন দিকে ছুটে যাচ্ছে এবং এই সকল ছুটন্ত পদার্থের গতি যথাসময়ে কমতে থাকবে, ক্রমান্বয়ে পারস্পারিক মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে তারা নিশ্চল এবং সংকুচিত হতে হতে এমন এক পর্যায়ে পৌছবে যখন পুনরায় বিস্ফোরিত হয়ে আবার বিভিন্ন দিকে ছুটতে থাকবে—এভাবে সৃষ্টি-পদ্ধতি চলতে থাকবে। যদিও এই তিনটি তত্ত্বের পরস্পর বিরোধী সমর্থক রয়েছে তবুও একথা সত্য যে, তিনটি তত্ত্বই একটি মৌলিক বিষয়ে একমত। এই বিষয়টি হলো এই যে, বিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে যার প্রমাণ হিসেবে লক্ষ্য করা গিয়েছে যে প্রায় সবগুলি গ্যালাক্সীই (যেগুলি সম্বন্ধে মানুষ এ পর্যন্ত জানতে সক্ষম হয়েছে) একটি অন্যটি হতে দূরে সরে চলে যাচ্ছে।

মূলতঃ বিশ্ব-সৃষ্টি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের ধারনা এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌছতে পারে নাই। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সমূহ বিশেষতঃ মহাকাশ গবেষণা এবং মহাকাশে প্রেরিত বিভিন্ন নভোযানের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্ব-সৃষ্টির মহা-বিস্ময়কর রহস্য সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান আরও স্পষ্টতর হতে থাকবে বলে আশা করা যায়। হয়তো মানুষ সৌর জগতের কোন গ্রহে অথবা তার চেয়েও দূরবর্তী অন্য কোন নক্ষত্র-লোকের অধীনস্থ কোন গ্রহে (যা ছায়াপথ' নামক গ্যালাক্সীর অন্তর্ভুক্ত) সেখানে গিয়ে পৌছতেও পারে, কিন্তু ছায়াপথের চেয়েও দূরবর্তী অন্য কোন গ্যালাক্সীতে মানুষের পক্ষে পরিভ্রমন করার কল্পনা করাও অসম্ভব ব্যাপার। কারন যদি কোন মানুষ আলোর গতিতে অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল (এক বছরে প্রায় ছয় লক্ষ কোটি মাইল এক আলোক-বর্ষ) নভোযান নিয়ে আকাশের দিকে ছুটে চলতে থাকে তবে আমরা যে গ্যালাক্সীতে বাস করি উহার নিকটবর্তী

'অ্যান্‌ড্রোমেডা' গ্যালাক্সীতে পৌঁছতে তার সময় লাগবে ২০ লক্ষ বছরেরও বেশী! এর পরেও রয়েছে দূরবর্তী—আরও দূরবর্তী গ্যালাক্সীসমূহ! তাই সর্বজ্ঞানী এবং সর্বশক্তিমান বিশ্ব-স্রষ্টা এবং বিশ্ব-নিয়ন্তা আল্লাহ্‌তায়ালা আল-কুরআনে বলেছেন :

"হে জ্বিন ও মানুষের দল! যদি আকাশ সমূহ এবং পৃথিবীর পরিসীমা অতিক্রম করতে চাও তাহা হইলে অতিক্রম করিয়া যাও, কিন্তু ক্ষমতা ব্যতীত তোমরা এইভাবে অতিক্রম করিতে সক্ষম নও" (সুরা রহমান : ৩৪)।

এই আয়াতের অন্যতম ব্যাখ্যা এই যে, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকগণ যতই জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রগতি লাভ করুন না কেন, তারা বিশ্ব-জগতের সকল রহস্য উদঘাটন করতে পারবেন না এবং পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর সবকিছুর উপর কর্তৃত্ব লাভ করতে পারবেন না। একদিকে সৃষ্টি-জগতের বিশালতা এবং উহার পরতে পরতে রহস্যজালের গভীরতা অন্যদিকে মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা সত্যিকার জ্ঞানীকে এ কথা বলতে বাধ্য করে যে, 'আমি জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে নুড়ি-পাথর কুড়াচ্ছি। সম্মুখে পড়ে রয়েছে অসীম জ্ঞান-সমুদ্র'!

এখন আমরা বিশ্ব-সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনের আলোকে আলোচনা করবো। যদিও এ কথা ঠিক যে, পবিত্র কুরআন সাধারণভাবে বিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়, তবুও একথা বলা ঠিক নয় যে, বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে কিছুই বলা হয় নাই। এ সম্বন্ধে একটি নীতিগত বিষয় সম্বন্ধে প্রারম্ভেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেন :

"কতক লোক মনে করেন যে, শুধু আধ্যাত্মিক তত্ত্বই কুরআন করীমে আছে এবং শুধু তাহাই কুরআন হতে আহরন করা যায়। অর্থাৎ তারা মনে করেন যে, পার্থিব জীবন এবং আধ্যাত্মিক জীবন একটি আর একটি হতে পৃথক এবং উভয়ের মধ্যে এত দূরত্ব রয়েছে যে, একটি শেখার জন্য আর একটি জানা জরুরী নয়। বস্তুতঃ কুরআন করীম শুরু হতে শেষ পর্যন্ত 'আয়াত' (নিদর্শনাবলী) শব্দ ব্যবহার করেছে (যা আইয়াত'-এর বহুবচন)। এই শব্দটি নবী আকরাম (সাঃ)-এর মোজেজাসমূহের ক্ষেত্রেও এবং অন্যান্য নবীগণের মোজেজাসমূহের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়েছে এবং কুরআন করীমের প্রতিটি মহান শিক্ষার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়েছে ..... তেমনিভাবে কুরআন করীম এই জড়-জগতের প্রতিটি পরিবর্তনকে আয়াত বা নিদর্শনাবলী হিসেবেই অভিহিত করেছে। যেমন আল্লাহতালা বলেন, নিশ্চয়ই আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টির মধ্যে এবং রাত্রি ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্য 'আয়াত' বা নিদর্শনসমূহ রয়েছে'। এই যে দিবা-রাত্রির পারস্পারিক সম্পর্ক। সূর্য-চন্দ্রের ঘূর্ণন সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক এবং পরিবর্তনসমূহ এবং উহাদের গতিবিধি —এ সবকিছুই 'আয়াত'। এই সকল বিষয়ে সম্পর্কিত জ্ঞান শুধু ধর্মীয় জ্ঞানই নয়, এবং শুধু পার্থিব জ্ঞানও নয়! উহা পার্থিব জ্ঞান বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিকতার বুনিয়াদ উহার উপরে স্থাপিত। এই সকল জ্ঞান আহরনের পর একজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তির পক্ষে

আল্লাহতালার মাহাত্ম্য ও মহিমা এবং তাঁর 'জালাল' (মহাশক্তিশালী প্রকাশ) সম্বন্ধে একজন নাস্তিকের পক্ষে যতখানি জ্ঞান উপলব্ধি করা সম্ভব তার চেয়ে অধিক পরিমানে উপলব্ধি করা সম্ভব'' ('আল-ফজল' ৭-৬-১৯৮০ইং)।

অনুরূপভাবে তিনি বলেছেন : 'প্রতিটি জ্ঞানের ভিত্তি কুরআন করীমে মওজুদ রয়েছে। এরূপ কোন পার্থিব জ্ঞান নাই যা নীতিগত এবং মৌলিকভাবে কুরআন করীমে উল্লেখ করা হয় নাই। সেজন্য পার্থিব জ্ঞান আহরণ কুরআন-বিরুদ্ধ নয়। বরং সম্পূর্ণ কুরআন-সম্মত ব্যাপার।" । 'আল-ফজল' ১৫-৭-৮০ইং)।

পবিত্র কুরআনে পার্থিব জ্ঞান-জগতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী বর্ণনার ক্ষেত্রে একটি বিশেষত্ব লক্ষানীয়। বৈশিষ্টটি হলো এই যে, এই ধরণের বর্ণনা দ্বারা একদিকে যেমন ভ্রান্তিপূর্ণ ধ্যান-ধারনার অপনোদন করা হয়েছে, অন্য দিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন নতুন আবিষ্কারের পথ ও প্রেরণা দান করে আসছে। তাই ইতিহাস কথায় বাস্তব সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, পবিত্র কুরআনের আবির্ভাবের পর হতেই পৃথিবী ব্যাপী সত্যিকার অর্থে প্রাচীন সভ্যতা সমূহের মহা-মিলনের পথ উন্মোচিত হয়েছে এবং মুসলিম চিন্তাবিদ, বিজ্ঞানী শিক্ষানুরাগীদের মাধ্যমে ঐ সকল সভ্যতার আবিষ্কার সমূহ একত্রিত, পরিমার্জিত এবং পরিধাবিত হয়ে সারাবিশ্বে বিশেষত: পাশ্চাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাসারিত হয়েছে। এইভাবে প্রাচীন ভারত হতে 'জিরো' বা শূন্যের ধারনা, মিশর হতে রসায়ন বা 'আলকেমী' ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান-চর্চা প্রাচ্য হতে পাশ্চাত্যে প্রসার লাভ করবে এবং ইউরোপকে প্রভাবিত করেছে যার ফলশ্রুতিতে ইউরোপ কালক্রমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি করতে করতে আজকের এই উন্নততর যুগে এসে পৌছেছে। সুতরাং মূল প্রেরণা, পথ-নির্দেশনা এবং সত্যতার সম্মিলন সম্ভব হয়েছে পবিত্র কুরআনের প্রভাবে মুসলিম চিন্তাবিদ এবং বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে।

বিশ্ব-জগত; আকাশমণ্ডলী, সৌরজগত, পৃথিবী, অন্যান্য গ্রহ এবং উপগ্রহ সম্বন্ধে কত রকম ভুল ধারনাই আগে প্রচলিত ছিল তার কোন সীমা নেই। মুসলিম বিজ্ঞানীগণ (যেমন হাসান-ইবনে-মুসা, আবুল হাসান আল-বাত্তানী প্রভৃতি) পৃথিবীর গোলাকৃতি এবং ঘুর্ণন সম্বন্ধে লিখে গেছেন। অথচ ইউরোপে কপারনিকাসের Heliocentric থিওরী (ষোলশত খৃষ্টীয় শতাব্দীতে) প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত Geocentric theory অর্থাৎ পৃথিবীর চতুর্দিকেই সূর্য আবর্তিত হচ্ছে বলে ধারণা পোষন করা হতো। কপারনিকাস এবং তাঁর অনুসারীদিগকে তার আবিষ্কারের জন্য বর্ণনাতীত অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে বাইবেল প্রচারকদের কাছে। এরূপ আরো বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে যে সব ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের কোন কথার বিরুদ্ধে বিজ্ঞান কিছু আবিষ্কার করতে পারে নাই। বরং বিজ্ঞানীদের ভুল বিষয়ে কুরআনই পথ-নির্দেশ করেছে। পবিত্র কুরআন তাই পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক উভয় জ্ঞানেরই আকর এবং উভয় প্রকার জ্ঞানের পরম উৎকর্ষ সাধন এবং মহা-মিলন ঘটানোই পবিত্র কুরআনের লক্ষ্যস্থল এবং বিশ্বসৃষ্টিরও লক্ষ্যবিন্দু।

পবিত্র কুরআনে বিশ্ব-সৃষ্টি তত্ত্ব সম্বন্ধে সুরা ফাতিহা, সুরা বাকারা, সুরা আরাফ, সুরা আম্বিয়া, সুরা দুখান, সুরা জাসিয়া, সুরা হামিম-সিজদাহ, সুরা রহমান, সুরা ইয়াসীন, সুরা মূলক এবং আরো অন্যান্য সুরায় বিভিন্ন প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সকল বর্ণনা হতে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কয়েকটি বিষয়ে এখানে উল্লেখ করা হলো (কারণ সবিস্তারে লিখতে গেলে সেই বিষয় সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনের আলোকে কয়েকখানি পুস্তক রচনা করলেও বিষয়টির পরিসমাপ্তি হবে না)।

(১) সৃষ্টি-জগতের বিকাশ-ধারা সম্বন্ধে আল্লাহতা'লা পবিত্র কুরআনের প্রারম্ভেই বলেছেন : "সমস্ত প্রশংসার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ স্বয়ং যিনি সমস্ত বিশ্ব-জগতের 'রব'। (সুরা ফাতেহা)। আরবী ভাষায় 'রব' শব্দের অর্থ হলো—(ক) প্রভু,, স্রষ্টা ; (খ) এমন সত্বা যিনি প্রতিপালক এবং উন্নতি-দাতা ; (গ) এমন সত্বা যিনি পর্যায়ক্রমে পূর্ণতা দান করেন (মুকরাদাত এবং লেন প্রণীত আরবী অভিধান দ্রষ্টব্য)। আলোচ্য আয়াত দ্বারা বিশ্ব-জগতে বিবর্তন-ধারা সম্পর্কিত রীতি-নীতির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এই রীতি অনুযায়ী আল্লাহতায়ালা সকল সৃষ্টিকে পর্যায়ক্রমিক উন্নতি এবং অগ্রগতির ধারায় সৃষ্টি, প্রতিপালন এবং উন্নতি দান করেন এই আয়াত বিশ্ব-সৃষ্টি এবং উহার অন্তর্নিহিত সকল বস্তু ও প্রাণী-জগতের সৃষ্টি ও প্রতিপালন ব্যবস্থা সম্বন্ধে নীতিগত দিক সম্বন্ধে আলোকপাত করেছে। 'রাব্বুল আলামীন' শব্দদ্বয় দ্বারা একথা বুঝা যাচ্ছে যে, বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি মানুষকে আল্লাহতালা সৃষ্টি করেছেন সীমাহীন উন্নতি করার জন্য। কেননা আল্লাহতালার নীতি হলো নিম্নস্তর হতে উচ্চ স্তরে ক্রমোন্নতি দান করা এবং এটা তখনই সম্ভব যখন একটি সীমাহীন পদ্ধতির আওতাধীনে এক স্তরের পর পরবর্তী স্তর উন্মোচিত হতে থাকে। বস্তুতঃ বিশ্ব-জগত এবং মানব-সৃষ্টি ও প্রতিপালন ব্যবস্থায় পরতে পরতে এই সত্যটি অত্যন্ত ব্যাপক এবং সুক্ষ্মভাবে বিরাজমান।

(২) আল্লাহতা'লা বিশ্ব-সৃষ্টির সামগ্রিকতা এবং ব্যাপকতা সম্বন্ধে সুরা বাকারায় উল্লেখ করেছেন : "নিশ্চয়ই আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টির মধ্যে এবং রাত্রি ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে এবং জাহাজ সমূহের মধ্যে যেগুলি সমুদ্র ঘোরাফেরা করে এবং যেগুলির দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়, পানির মধ্যে যাহা আকাশ হইতে আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হয় শুষ্ক মাটিকে জীবনময় করার উদ্দেশ্যে এবং ইহার দ্বারা উহার মধ্যে সকল প্রকার পশু-প্রাণী ছড়াইয়া দেন, এবং বায়ু ও মেঘের গতি পরিবর্তনের মধ্যে যেগুলি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নির্ধারিত কার্য সাধনে নিয়োজিত—নিদর্শন রহিয়াছে বুদ্ধিমান জাতির জন্য—"

(সুরা বাকারা : ১৬৫)।

চন্দ্র, পৃথিবী, সূর্য, নক্ষত্র পুঞ্জ, গ্যালাক্সী-সমূহ পৃথক পৃথক ভাবে কতকগুলি অনু পরমানু দিয়ে তৈরী হলেও মিলিত এবং একটি অখণ্ড সৃষ্টি হিসেবে এই সকল সৃষ্টি এবং উহাদের

পারস্পারিক সুশৃঙ্খলাপূর্ণ সৃষ্টি নৈপুন্য ও ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করলে একথা অবশ্য অবশ্যই জানতে হবে যে, এই বিশ্ব-জগত এবং উহার অন্তস্থিত বস্তু ও প্রাণীজগত দৈবক্রমে তাহা স্রষ্টা ছাড়াই পরিকল্পিত এবং পরিচালিত হয়ে আসছে। সুতরাং এই আয়াত দ্বারা এবং এরূপ আরো অনেক আয়াত দ্বারা এই সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে যে, বিশ্ব-স্রষ্টা আছেন, তিনি যথাস্থানে যথা-বস্তু ও প্রাণীকে নিয়োজিত রেখেছেন এবং সৃষ্টি জগতের প্রতিপালন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন।

(৩) বিশ্ব সৃষ্টির পর্যায় সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন :

"নিশ্চয়ই আল্লাহই তোমাদের 'রব' যিনি আসমানসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন ছয়টি পর্যায়ে : অতঃপর তিনি নিজেকে নিজ সিংহাসনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি রাত্রির দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন যাহা উহাকে দ্রুত অনুসরণ করে। এবং তিনি সূর্য এবং চন্দ্র এবং নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাদিগের সকলকে তাঁহার আদেশ দ্বারা বিনয়াবনত করিয়াছেন। নিশ্চয়ই সৃষ্টি এবং আদেশ তাঁহারই অধিকারভুক্ত। কল্যাণ-ময় আল্লাহ্‌ যিনি জগত সমূহের স্রষ্টা ও প্রতিপালক (সুরা আরাফ : ৫৫)।

এই আয়াতে ছয়টি পর্যায়ে বিশ্ব-সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। এখানে ছয়টি দিন বা পর্যায়ের প্রত্যেকটি পর্যায় কত বৎসর তা বলা সম্ভব নয় (বৎসর হলো পৃথিবীবাসীর জন্য সময়ের গণনায় পদ্ধতি যা পৃথিবীর আহ্নিকগতি ও বার্ষিকগতির সংগে সম্পর্কিত। বিশ্ব-জগত তথা গ্যালাক্সী সমূহের ক্ষেত্রে এই পরিমাপ অত্যন্ত নগন্য এবং পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে এই পরিমা-পকের কোন অস্তিত্বই ছিল না)। বস্তুতঃ বিশ্বজগতের বয়স কত এ সম্বন্ধে মানুষের সঠিক জ্ঞান নেই। তবে বিজ্ঞানীগণ এ কথা স্বীকার করেন যে, বিশ্বজগত ক্রমবিবর্তিত হতে হতে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছতে কোটি কোটি বছর লেগেছে।

(৪) আল্লাহতালা উপরোক্ত ছয়টি স্তর সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়েছেন তার সারমর্ম্ম নিম্নরূপ :

(ক) প্রথম পর্যায় হলো 'দুখান' বা আকারহীন পদার্থের অবস্থা ;

(খ) দ্বিতীয় পর্যায় হলো ক্রমোবিবর্তিত আকার বিশিষ্ট মহাকাশ (আসমানসমূহ যা সাতটি স্তরে বিভক্ত) এবং সৌরজগত ;

(গ) তৃতীয় পর্যায় হলো আকারহীন পৃথিবীর অবস্থা ;

(ঘ) চতুর্থ পর্যায় হলো আকৃতিবিশিষ্ট পৃথিবীর ক্রমোবিবর্তিত অবস্থা ;

(ঙ) পঞ্চম পর্যায় পৃথিবীতে পর্বতমালা নদ-নদী ইত্যাদির অবস্থা এবং

(চ) ষষ্ঠ পর্যায় উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের আবির্ভাব।

(সুরা হামীম আল- সিজদাহ : আয়াত ১০-১৩ এবং সুরা আম্বিয়া : ৩১-৩৪ আয়াতের আলোকে)।

পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত বর্ণনা হতে পৃথিবী ও বিশ্ব-সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায়গুলি পূর্ণ হতে কত বছর লেগেছে তা বলা সম্ভব নয়। তবে পর্যায়গুলির বর্ণনা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ এবং

সৃষ্টি-রহস্যকে উপলব্ধি করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(৫) পবিত্র কুরআনে আল্লাহতালা মহাকাশের নক্ষত্র ইত্যাদি জোতিস্কসমূহের গতি-শীলতা সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন:

'সূর্য তাহার নির্ধারিত পথে চলিতেছে।" (ইয়াসীন : ৩৯)

"সূর্য চন্দ্রের নাগাল পায় না, রাত্রিও দিনকে ধরিতে পারে না ইহারা নিজ নিজ কক্ষ পক্ষে চলিতেছে।" (সুরা ইয়াসিন : ৪১)

উপরোক্ত বর্ণনা বহুকাল ধরে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারনা সমুহকে খণ্ড করে প্রকৃত সত্যকে উদঘাধন করেছে আজ হতে চৌদ্দশত বছর পুর্বে এবং বিজ্ঞানীদের আবিস্কারসমুহও বর্তমানে কুরআন সম্মত এই সত্যকেই সমর্থন করেছে। এই আয়াতগুলিতে সমগ্র বিশ্ব-জগতের জোতিস্ক সমুহ কিভাবে নিজ নিজ কক্ষ পথে বিচরন করছে। নিয়ম শৃংখলা মেনে নিজ নিজ নির্ধারিত কাজ করে যাচ্ছে অত্যন্ত নির্ভুলভাবে এবং নিয়মিতভাবে তারই একটি নিখুত চিত্র বর্ণিত হয়েছে এখানে।

আল্লাহতালা পবিত্র কুরআনে বলেন: "আমি আকাশমালা এবং পৃথিবীর গুপ্ত-বিষয়াবলী সম্বন্ধে সম্যকভাবে পরিজ্ঞাত" (বাকারা : ৩৫)। তিনি আরও বলেছেন: "সমস্ত আকাশ ও যমীন এবং উভয়ের মধ্যস্থিত যাহা কিছু আছে, সব কিছুর অধিকারী তিনি, সময় সম্পর্কিত জ্ঞান তাঁহারই অধিকারভুক্ত এবং তাঁহার নিকটেই তোমাদের সকলকে ফিরিয়া যাইবে হইবে।" (সুরা যুখরোফ : ৮৬)।

বিশ্ব-সৃষ্টির অন্তর্নিহিত গুপ্ত রহস্যাবলী সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞানের একমাত্র অধিপতি স্বয়ং মহাজ্ঞানী আল্লাহতালা। মানুষ সেই জ্ঞান হতে সমুদ্র বক্ষ থেকে এক চামুচ পানি নিলে সমুদ্রের পানির তুলনায় সেই চামুচের পানির পরিমানের সঙ্গে বিশ্বজগতের মহা-পরিব্যাপ্ত জ্ঞানের তুলনায় মানবীয় জ্ঞানের পরিমানের কথা বর্ণনা করা যেতে পারে। তাই মহাবিশ্ব, সৌরজগত এবং এই পৃথিবী আমাদের জন্য মহা-সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ!

(ক্রমশঃ)

—মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

"তোমরা যদি চাহ যে স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে। নিজের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহ্‌র সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহ্‌তায়াল শেষ ধর্মমণ্ডলী সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও যাহা হইতে আর উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নহে।" (কিশ্‌তিয়ে নূহ পৃঃ ২৯) —হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

বিবাহ মোবারক

—চৌধুরী আবদুল মতিন

১। মোবারক, মোবারক, আহমদী দুহিতার * বিয়ে
নবীর সুন্নত, খোত্‌বা শেষে মোহরানা-শপথ নিয়ে।।
আহমদীয়াতে বিবাহনুষ্ঠান ক্রীড়া-কৌতুক নয়
"ওয়াত্তাকুল্লাহ্‌"—আল্লাহরবের ধ্রুব-দৃষ্টির ভয়!
প্রতিশ্রুত রব-কণের ইসলাম-অঙ্কে চলার
শরিয়তের রেখায়, রেখায়—নাই কিছু আর বলার!

২। চলতে গিয়ে অচিন পথে সুখোদ্যানের দিশে—
মরোদ্যানেও ফোটবে কুসুম দোয়া-দরুদ মিশে।
'জীন ও ইনসান' সৃষ্টি খোদার এবাদতের তরে—
এবাদতের জান্নাতেই সুখের সংসার গড়ে—।
নূতন জীবন যাত্রা পথে নবীর শিক্ষার আলো—
সুখ-সরঞ্জাম আনবে প্রচুর—ভালো, ভালো, ভালো॥

৩। যৌথ প্রথায় পথহারাদের বিবাহের উৎসব—
হায়, হায়, কী নিরানন্দের দ্বন্দ্ব কলরব।
"শির্‌ক বেদায়াত" বসিয়া ঐ ইমানের আসনে
পুষ্প-স্তবক কবর-বক্ষে চিত্ত প্রসাধনে।
ধ্বংসাত্মক দৃশ্য হের মুসলমানের ঘরে
ইমাম শূন্য বিরাট জাতি বাঁচবে কেমন করে!!

৪। খোদার ফজল হাজার হৃদে দোয়ার আকিঞ্চন।
স্বর্গ-ছায়া বিয়ের মজলিশ্‌—আহমদীর সম্মিলন।
ভবিষ্যতের সুখের সামান সিলসিলার খেদমতে—
চলবে কিশ্‌তী পূর্ণ জীবন খলিফার ইঙ্গিতে।
"আমার জীবন, আমার মরণ, আমার নামাজ রোজা"—
আহমদীয়াতের অঙ্কিত পথ—ইসলামের এই সোজা!!

---

* সদর মুরুব্বী মৌলবী আহমদ সাদেক মাহমুদের দ্বিতীয় কন্যা তাসনীম কাওসারের আক্‌দ অনুষ্ঠান উপলক্ষে—

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার তা'লীম-বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত তালীমুল কোরআন ত্রৈমাসিক নেসাব

[জুলাই, আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বর ১৯৮৩-এর জন্য]

১। জামাতের প্রত্যেক নিরক্ষর ব্যক্তিকেও কোরআন শরীফ পড়ানোর সুব্যবস্থা করা হউক।

নেসাব : ক) কায়দা ইয়াস্‌সার্ণাল কোরআন ছোট ছেলেমেয়েদেরকে অভিভাবকগণ নিজ তদারকে বাসায় রীতিমত পড়ানোর ব্যবস্থা করিবেন।

খ) প্রথম পারা কোরাণ নাযেরা ছেলেমেয়েদেরকে মসজীদে সকাল বেলায় মুরুব্বী বা মোয়াল্লেম সাহেবানদের নেগরানীতে পড়াইতে হইবে।

ঘ) খোদ্দাম এবং আনসারগণকে মাগরিব বা এশার নামাজের পরে মুরুব্বী বা মোয়াল্লেম সাহেবানদের নেগরানীতে পড়াইতে হইবে।

ঘ) নামাজের তরজমা শিখাইতে হইবে এবং দোওয়া-কুনুত যাহারা জানেন না তাহাদিগকে মুখস্ত করাইতে হইবে।

ঙ) সুরা 'বাকারা'-এর প্রথম ১৭ আয়াত প্রত্যেককেই মুখস্ত করিতে হইবে।

চ) জামাত স্থানীয়ভাবে একই নেসাবের উপর ভিত্তি করিয়া তালীমুল কোরাণ ক্লাশের ব্যবস্থা করিবে।

কোরাণ শরীফের বিষয়বস্তু এবং মজলীসে মোজাকেরাঃ

১। প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন সকল জামাতে তালীমুল কোরাণ ক্লাশের উদ্যোগে মাজলীসে-মোজাকেরা অনুষ্ঠিত হইবে। ইহার সভাপতিত্ব সিলসিলার মুরুব্বী, মোয়াল্লেম জামাতের আমীর বা প্রেসিডেন্ট সাহেবান অথবা অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তি করিবেন।

বিষয় বস্তুঃ

ক) আল্লাহতায়ালার অস্তিত্বের প্রমাণ কোরআন করিমের আলোকে।

এই বিষয়ের উপর জুলাই মাসের প্রত্যেক সপ্তাহে মজলীসে মোজাকেরা অনুষ্ঠিত হইবে।

খ তাওহীদে বারিতায়ালা-এর দলীল ও প্রমাণ—সুরাতুল ইখলাসের আলোকে।

এই বিষয়ের উপর আগষ্ট মাসের প্রত্যেক সপ্তাহে মজলীসে মোজাকেরা অনুষ্ঠিত হইবে।

গ) সেফাতে বারিতায়ালা (অর্থাৎ আল্লাহতালার গুণাবলী)—সুরা ফাতেহাতে বর্ণিত সেফাতে এলাহীয়ার উপরে। সেপ্টেম্বর মাসের প্রত্যেক সপ্তাহে মজলীসে মোজাকেরা অনুষ্ঠিত হইবে।

ঘ) অধিক সংখ্যায় বক্তাগণকে উক্ত বিষয়গুলির উপরে বক্তব্য রাখার সুযোগ দিতে হইবে। এবং অন্য কোন বক্তা পাঁচ অথবা দশ মিনিটের বেশী বলিবেন না।

মোজাকেরার শেষে সাদরে-মাজলীশ তার বক্তব্য রাখিবেন এবং বিষয়সমুহের উপর অকাট্য দলিল-প্রমাণ দ্বারা শ্রোতাদেরকে বুঝাইবেন এবং তাহাদিগকে নোট করাইয়ে দিবেন।

পরীক্ষা এবং রিপোর্টঃ

ক) সেপ্টেম্বর ১৯৮৩-এর শেষ শনিবার দিন তালিমুল কোরাণ ক্লাশের স্থানীয় ভাবে পরীক্ষা নেওয়া হইবে। এই পরীক্ষাটি তিনটি বিষয় বস্তুর উপর অনুষ্ঠিত হইবে।

১। কোরাণ করীম নাযেরা পাঠ। ২। উক্ত বিষয়-বস্তুর উপর বক্তৃতা। ৩। লিখিত পরীক্ষা।

খ) পরীক্ষার প্রশ্নমালা স্থানীয়ভাবে সিলসিলার মুরুব্বী/মোয়াল্লেম/সাহেবানদের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত করিবেন।

গ) পরীক্ষার ফলাফল মার্কাজ (ঢাকায়) পাঠাইতে হইবে, যাহা অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ঢাকায় প্রেরণ করিতে হইবে।

ঘ) প্রত্যেক জামাত তাহার সেক্রেটারী তালিমুল কোরাণ নিয়োগ করিবে এবং উহার মঞ্জুরী ন্যাশনাল আমির বাঃ, আঃ, আঃ-এর নিকট মঞ্জুরির জন্য পাঠাইবে।

ঙ) যেখানে জামাত ছোট ছোট সেই জামাতের সেক্রেটারী ইসলাহ-ও-এরশাদ নিজেই সেক্রেটারী তালিমুল কোরাণের কাজ এবং দায়িত্ব সম্পাদন করিবেন।

চ) প্রত্যেক মাসের ১০ তারিখের মধ্যে যথারিতী বিগত মাসের তালিমুল কোরাণ ক্লাশের কার্য ও কর্মতৎপরতার তালিকা রিপোর্ট মার্কাজ (ঢাকায়) অবশ্যই প্রেরণ করিবেন। রিপোর্টে বিস্তারিত জানাইবেন, উক্ত মাসে তালীমুল কোরাণ ক্লাশের কি কাজ হইল এবং কতজন ইহাতে অংশ গ্রহণ করিলেন?

খাকসার—**মাজহারুল হক**

সেক্রেটারী, তালিমুল কোরআন, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া, ঢাকা।

আল্লাহ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়?

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আর্নিকা কেশতৈল

হোমিওপ্যাথির এক অনন্য অবদান

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত।

Love For All Hatred For None

—হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ)

"আর্ণিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা দূর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। মরামাস হয় না। মস্তিষ্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্ণিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্ণিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

প্রস্তুত কারক ঃ—এইচ, পি, বি, ল্যাবরেটরীজ

পরিবেশক :—হোমিও প্রচার ভবন,
বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক বাইওকেমিক ঔষধ বিক্রেতা।

১, আবদুল গণি রোড,
জি, পি, ও. বক্স নং ৯০৯ ঢাকা—২ ফোন ঃ ২৫৯০২৪

HOME LIBRARY
339 PIRERBUG
MIRPUR
DHAKA—1210
ZILLUR RAHMAN KHAN

ফিৎরানা ও ফিদিয়া

এইবার মাথাপিছু ১১'০০ (এগার টাকা) হারে ফিৎরানা ধার্য করা হইয়াছে। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে সকলের জন্য এমনকি এক দিনের নবজাত শিশুর জন্যও ফিৎরানা দেওয়া জরুরী। যদি কেহ পুর্ণ হারে আদায় করিতে অপরাগ হন তাহা হইলে অর্ধ হারেও আদায় করিতে পারেন। সকল ফিৎরানা আদায় করিয়া উহা স্থানীয় জামাতে অভাবী পরিবারের মধ্যে ঈদের পুর্বে বিতরণ করিবেন। যে জামাতে স্থানীয়ভাবে ফিৎরানা লইবার মত অভাবী আহমদী নাই, সেই জামাত সমস্ত উদ্বৃত্ত কেন্দ্রে পাঠাইবেন।

যাহারা শারিরীক কারণে রোজা রাখিতে অক্ষম, তাহারা মাসিক কমপক্ষে ১৭৫'০০ (একশত পচাত্তর) টাকা হারে ফিদিয়া জামাতের ফাণ্ডে জমা দিবেন। বড় শহরগুলিতে ফিদিয়া ২২৫'০০ টাকা ধার্য করা হইয়াছে। এই ফাণ্ড হইতে প্রয়োজন মত টারা রোজা চলাকালীন স্থানীয় গরীব আহ্‌মদী ভ্রাতাগণের সাহায্য হিসাবে দিবেন, বাকী টাকা কেন্দ্রে পাঠাইবেন।

ঈদ ফাণ্ড

সৈয়দনা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর জামানা হইতে এশায়াতে ইসলামের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক উপার্জনশীল আহ্‌মদীর জন্য কমপক্ষে এক টাকা হারে নির্ধারিত হইয়াছিল। এখন যেহেতু টাকার মান কমিয়া গিয়াছে সেই অনুযায়ী বন্ধুগণ যথাসাধ্য অধিকতর পরিমাণে উক্ত ফাণ্ডে চাঁদা আদায় করিয়া আল্লাহতায়ালার সন্তোষভাজন হউন এবং ঈদের প্রকৃত আনন্দ অর্থাৎ ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য বিস্তারের আনন্দে অংশ গ্রহণ করুন। ইহা সাধারণতঃ ঈদের নামাযের পুর্বেই আদায় করা জরুরী।

নিয়মিত নামাজ তারাবীহ ও দরসে-কুরআন-পাক

পবিত্র রমজান মাসে ঢাকায় কেন্দ্রীয় আহমদীয়া মসজিদে নিয়মিত তারাবিহর নামাজ ব্যতীত আসরের নামাজের পর হইতে ইফতারীর পুর্ব পর্যন্ত দৈনিক কুরআন শরীফের দরস জারি রহিয়াছে। তেমনি চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ তথা প্রতিটি জামাতেই নিয়মিত নামাজ তারাবিহ এবং দরসে-কুরআন-পাক অনুষ্ঠিত হইতেছে। আল্লাহতায়ালা সকলকে এই পবিত্র মাসের বিশেষ ইবাদত ও যাবতীয় কর্তব্যসমুহ পুরাপুরিভাবে পালন করার তৌফিক দিন এবং ঐ পবিত্র মাসের অফুরন্ত অশিষ ও কল্যাণে ভূষিত করুন, আমীন।

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং নাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar